শাইখ নিদা আবু আহমাদ

হে বোন, যদি জান্নাতে যেতে চাও

আব্দুল্লাহ ইউসুফ

অনূদিত

লেখক পরিচিতি

শাইখ নিদা আবু আহমাদ মিশরের একজন খ্যাতনামা আলিমে দ্বীন। জন্মগ্রহণ করেন ১৯৬৩ সালের ১১ নভেম্বর কায়রোর জাওইয়াহ আল-হামরায় এলাকায়। ১৯৮৬ সালে তিনি শাসসু আইন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এগ্রিকালচারে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে দাওয়াহ বিভাগে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন। লেখালিখিকে তিনি দাওয়াহর মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন। মুসলিম যুবসমাজের জাগিয়ে তুলতে এবং পথহারা মানুষদের আলোর পথ দেখাতে তিনি উম্মাহকে উপহার দেন চমৎকার কিছু গ্রন্থ। তার উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রন্থ যেমন : আদ-দারুল আখিরাহ, কাইফা তানসুরু রসুলাক, ওয়া আনজিরহুম ইয়াওমাল হাসরাহ, উখতাহ হাল তুরিদিনাল জান্নাহ প্রভৃতি। তার হৃদয়ছোঁয়া ভাষা পাঠকদের বেশ আলোড়িত করে। লেখালিখির পাশাপাশি বক্তৃতার মাধ্যমেও তিনি দাওয়াহর অঙ্গনে অসামান্য অবদান রেখে চলেছেন।

আমরা শাইখের দীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করি।

হে বোন,

যদি জান্নাতে যেতে চাও

সূচিপত্র

ভূমিকা ⁞ ০৭

হে বোন, স্মরণ রেখো, মৃত্যু ধেয়ে আসছে ⁞ ১৫

হে বোন, তোমাকে কবরে প্রবেশ করানোর দৃশ্যটি কল্পনা করো... ⁞ ১৭

হে বোন, কিয়ামতের বিভীষিকার কথা একটু ভাবো ⁞ ১৯

হে বোন, পরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে
দণ্ডায়মান হওয়ার দৃশ্যটি চিন্তা করো ⁞ ২১

হে বোন, স্মরণ করো, সেদিন তোমার
অঙ্গগুলো তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে ⁞ ২৩

হে বোন, আমলনামার উড়তে থাকার দৃশ্যটি ভাবো ⁞ ২৫

হে বোন, মিজানের দৃশ্যটি চিন্তা করো ⁞ ২৭

হে বোন, জাহান্নামকে নিয়ে আসার দৃশ্যটি কল্পনা করো ⁞ ২৮

হে বোন, দুনিয়ার সমুদয় নিয়ামত
একবার জাহান্নামে ডুব দেওয়ার সমতুল্য হবে না ⁞ ৩০

হে বোন, পুলসিরাতের নিদারুণ দৃশ্যের কথা কল্পনা করো ⁞ ৩৮

১. হে বোন, তোমার অভিশপ্ত হওয়া আমি মানতে পারি না ⁞ ৪৩

২. হে বোন, তোমার মুনাফিকদের
মাঝে অন্তর্ভুক্ত হওয়া আমার সহ্য হয় না ⁞ ৪৩

৩. হে বোন, আমি চাই না তুমি প্রকাশ্য গুনাহকারী হও ⁞ ৪৪

৪. হে বোন, আমি চাই না তুমি এমন কোনো অস্ত্র বা হাতিয়ার হও, যা দ্বারা ইসলামের শত্রুরা ইসলামকে ধ্বংস করতে চায় ⁞ ৪৫

৫. হে বোন, জাহিলি যুগের মতো তোমার প্রকাশিত হওয়ার প্রতি আমি সন্তুষ্ট নই ⁞ ৪৯

৬. হে বোন, আমি চাই না মিজানে
তোমার পাপের পাল্লা ভারী হোক ⁞ ৫২

৭. হে বোন, যারা আখিরাতের প্রতি উদাসীন হয়ে দুনিয়া নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে গেছে, আমি চাই না তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হও ⁞ ৫৩

৮. হে বোন, আমি চাই না তুমি
দীর্ঘ আশার কারণে মন্দ আমল করো ⁞ ৬০

৯. হে বোন, আমি চাই না তুমি লজ্জাহীন হও ⁞ ৬৮

১০. হে বোন, যারা মুমিনদের মাঝে অশ্লীলতা ছড়িয়ে দিতে পছন্দ করে, আমি চাই না তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হও ⁞ ৭৪

১১. হে বোন, আমি চাই না হাশরের মাঠে
তুমি কাফির নারীদের সাথে উত্থিত হও ⁞ ৭৫

১২. তুমি জাহান্নামি হবে, আমি সইতে পারব বোন! ⁞ ৭৬

তাওবার শর্ত ⁞ ৮৩

পর্দার শর্ত ⁞ ৮৭

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

إن الحمد لله تعالي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالي من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

'হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করো এবং মুসলিম না হয়ে মরো না।'[১]

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

'হে মানব-সমাজ, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে, অতঃপর সেই দুজন থেকে বিস্তার করেছেন বহু নর-নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট (অধিকার) চেয়ে থাকো এবং সতর্ক থাকো আত্মীয়-জ্ঞাতিদের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।'[২]

.....

১. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১০২।

২. সুরা আন-নিসা, ৪ : ১।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا - يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

'হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তাহলে তিনি তোমাদের কর্মসমূহ ঠিক করে দেবেন এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দেবেন। আর কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কথা মেনে চললে অবশ্যই সে বড় সাফল্য লাভ করবে।'[৩]

'নিশ্চয় সবচেয়ে সত্য কথা হলো আল্লাহর কথা। সর্বোত্তম হিদায়াত হলো মুহাম্মাদ ﷺ-এর হিদায়াত। নিকৃষ্ট বিষয় হলো নব আবিষ্কৃত বিষয়সমূহ। আর সকল নব আবিষ্কৃত বিষয়ই বিদআত। আর সকল বিদআতই ভ্রষ্টতা এবং সকল ভ্রষ্টতার শেষ পরিণাম জাহান্নাম।'

পর-সমাচার...

আমার কিছু বোন আছে, যারা ফরজ বিধান পর্দা ছেড়ে খোলামেলা চলাফেরা করে, আপন প্রতিপালকের অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকে। পুরো আলোচনাজুড়ে তাদের কাছে আমি একটি প্রশ্ন রাখতে চাই, প্রিয় বোন, জান্নাতে যেতে চাও?

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অবশ্যই তুমি জান্নাতে যেতে চাও। যদি তা-ই হয়, তাহলে আজ তোমাকে এমন একজন ভাইয়ের হৃদয়গ্রাহী কিছু উপদেশ ও তিরস্কার শুনতে হবে, যে তোমার জন্য উত্তম প্রতিদান কামনা করে এবং তোমার প্রতি আল্লাহর শাস্তি আরোপিত হওয়ার আশঙ্কা রাখে। তুমি ভুল বুঝো না আমায়, রাগ-অভিমান রেখো না আমার প্রতি। তোমার উচিত আমার প্রশ্নটির সঠিক উত্তর খুঁজে বের করা।

এটি কেবলই তোমার প্রতি আমার কিছু উপদেশগাথা। যা দ্বারা আমি তোমার উপকার করতে চেয়েছি এবং তোমাকে ক্ষতি থেকে বাঁচাতে চেয়েছি। কারণ, দ্বীন হচ্ছে নাসিহাহ। পরস্পরের কল্যাণকামিতাই দ্বীনের মূল প্রতিপাদ্য। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

.....

৩. সুরা আল-আহজাব, ৩৩ : ৭০-৭১।

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

'আমি তো যথাসাধ্য শোধরাতে চাই। আল্লাহর মদদ দ্বারাই কিন্তু কাজ হয়ে থাকে, আমি তাঁর ওপরই নির্ভর করি এবং তাঁরই প্রতি ফিরে যাই।'[৪]

তাই দরদি কণ্ঠে একজন সতর্ককারী ও উপদেশদাতা হিসেবে তোমাকে বলছি...

হে আমার বোন, একটু দাঁড়াও। সামান্য সময় নিজেকে নিয়ে একটু ভাবো এবং নফসকে বলো—

হে নফস, আগামী দিন তুমি আমাকে কেমন রাখবে?! তুমি তো দেখেছ, জান্নাতিদের চতুষ্পার্শ্বে আলো ঝলমল করছে। তাদের আমলের নুরগুলো ছোটাছুটি করছে। কিন্তু তোমার আর তাদের মাঝে তো আড়াল সৃষ্টি হয়ে গেছে। বেড়েছে অনেক দূরত্ব। এখন কি পরিতাপ কোনো কাজে আসবে তোমার? আক্ষেপ-আফসোসে কি আর কিছু হবে এখন? আবার দুনিয়াতে ফিরে আশার ইচ্ছেটাও কি আর পূরণ হবে?

হে নফস, যারা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে মাটির নিচে চাপা পড়েছে, তাদের দেখোনি? তাদের নিয়ে কখনো ভাবোনি? কী ছিল তারা? আর কী হলো তাদের? সেদিনও যারা ছিল জীবিত, আজ তারাই হয়ে গেল মৃত। কীভাবে তারা রাশি রাশি সম্পদ জমা করেছিল এবং কয়েকদিনের ব্যবধানে সেগুলোই অকেজো পড়ে রইল! যেসব সুবিশাল মজবুত অট্টালিকা নির্মাণ করেছিল তারা, আজ সেগুলোই হয়ে গেল বিরানভূমি। গতকালও যারা বড় বড় আশার পাহাড় বুনেছিল, আজ সব আশাই ধোঁকায় পরিণত হলো। তাদের এসব করুণ পরিণতি দেখে একটুও ভাবোনি?

.....

৪. সুরা হুদ, ১১ : ৮৮।

ধ্বংস হোক তোমার হে নফস! তাদের দিকে সামান্য দৃষ্টিপাত করতে পারলে না? তাদের পরিণতি দেখে একটুখানি শিক্ষাও গ্রহণ করলে না? তবে কি তুমি ভাবছ, তারা পরপারের ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেছে; কিন্তু তোমার যেতে হবে না? এমনটাই ভাবনা তোমার? নাহ... কখনোই তা হবে না। তোমার ধারণা কতই না মন্দ! যেদিন তোমার মায়ের গর্ভ থেকে বেরিয়েছ, সেদিন থেকেই তোমার জীবন ক্রমে ক্রমে ক্ষয়ে পড়ছে। আফসোস তোমার জন্য হে নফস! তুমি যেই আখিরাত থেকে বিমুখ হয়ে ঘুরছ; অথচ সেই আখিরাতই তোমার দিকে ধেয়ে আসছে। তুমি যেই দুনিয়া পাওয়ার লালসায় দিনরাত ছুটছ; অথচ সেই দুনিয়াই তোমার থেকে দৌড়ে পালাচ্ছে। মানুষ ভবিষ্যৎকে নিয়ে কত শত স্বপ্ন বুনে; কিন্তু তা পূরণ করতে পারে না। জীবনে কত আশা লালন করে; কিন্তু সে পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না।

বড়ই দুঃখ হয় তোমার জন্য হে নফস! তুমি কত বড় মূর্খ! তুমি কি জানো না, তোমার সামনে কেবল দুটি পথ খোলা আছে—হয়তো জান্নাত, নয়তো জাহান্নাম? আর দুটির যেকোনো একটির দিকে তোমাকে যেতেই হবে? কিন্তু তোমার অবস্থা তো বিস্মিত হওয়ার মতো। আনন্দ-উৎফুল্লতা, হাসি-তামাশা, দম্ভ-অহংকার ও হেলায়-খেলায় ব্যস্ত তুমি। অথচ তোমার সামনে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পড়ে আছে, সেদিকে ভ্রুক্ষেপই করছ না তুমি। মনে রেখো, আজ বা কাল ঠিকই মৃত্যু তোমাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে।

হে নফস, কী অবস্থা হবে তোমার, যখন মৃত্যুযন্ত্রণা এসে দরজায় করাঘাত করতে থাকবে এবং আত্মা কণ্ঠনালিতে পৌঁছে যাবে?! যেতে তো হবেই আল্লাহর কাছে। খুব দুঃখ হয় তোমার জন্য। যেদিন সকল মানুষ একই ময়দানে মিলিত হবে, সেদিন কী অবস্থা হবে তোমার? আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ

'যেদিন তারা বের হয়ে পড়বে, আল্লাহর কাছে তাদের কিছুই গোপন থাকবে না।'[৫]

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا

৫. সুরা গাফির, ৪০ : ১৬।

'যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মসমর্থনে সওয়াল জওয়াব করতে করতে আসবে।'[৬]

হায়, যদি সেই মহান সত্তাকে চিনতাম, সবার উপস্থিতিতে যাঁর সামনে আমাকে ডেকে নেওয়া হবে! সেদিন কোন দেহ নিয়ে তাঁর সামনে হাজির হব? কোন জবানেই বা কথা বলব?! কী উপায় হবে আমার? তখন তো সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে যাবে। যখন আমার অঙ্গগুলো আমার বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিতে শুরু করবে, তখন কী হবে আমার?! কে আমার পক্ষে প্রমাণ পেশ করবে? কে আমার পক্ষ হয়ে আমাকে রক্ষা করতে চাইবে?

আফসোস, তখন সঙ্গী-সাথিরা কেউ থাকবে না! প্রত্যেকে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। উপায়-উপকরণের কোনো পথ খোলা থাকবে না। ধোঁকাবাজ দুনিয়া আমার থেকে পালিয়ে বেড়াবে এবং বিতাড়িত শয়তান নিজেকে নির্দোষ বলে কেটে পড়বে। হায়, কেন আমি আল্লাহর সামনে পেশ করার মতো কোনো হিসাব তৈরি করে আনিনি এবং তাঁর কোনো শাস্তিকে ভয় করিনি! সেদিন যখন আমাকে আমার রবের থেকে আড়াল করে রাখা হবে এবং তিনি আমার দিকে তাকাবেন না, কথা বলবেন না এবং ক্ষমাও করবেন না, তখন কে আমার সহায় হবে?!

যখন আহ্বানকারী অবাধ্যদের আহ্বান করবেন, তখন কে আমাকে সাহায্য করবে? কার কাছে আশ্রয় নেব? কোথায় গিয়ে পালাব? অবশেষে যদি জাহান্নামের কোনো ঘুটঘুটে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আমার শাস্তির সিদ্ধান্ত হয়, তখন তো আমার দুঃখ আর আক্ষেপের কোনো অন্ত থাকবে না।

হে নফস, যাত্রার সময় ঘনিয়ে এসেছে। তোমার মাথার ওপর অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঘুরপাক খাচ্ছে। অতএব প্রস্তুত হও। সতর্ক থেকো; যেন তোমাকে নিয়ে দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষা খেলা করতে না পারে। কারণ, অচিরেই তোমাকে এমন এক স্থানে অবতরণ করতে হবে, যেখানে খুব কাছের এবং আপনজনও আপন লোককে ভুলে যায়। এ ছাড়াও সেখানে তোমার ওপর বিশাল মাটির বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হবে।

.....

৬. সুরা আন-নাহল, ১৬ : ১১১।

হে আত্মা, মৃত্যু যাদেরকে দুনিয়ার বিশাল অট্টালিকা থেকে টেনে হেঁচড়ে কবর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে, তাদের দিকে লক্ষ করো, শিক্ষা গ্রহণ করো। মনে রেখো, সুযোগ একবারই আসে। বারবার আসে না। মৃত্যুযন্ত্রণা যখন এসে পড়বে, তখন ফিরে যাওয়ার আর কোনো সুযোগ থাকবে না। অতএব এখন সুযোগ থাকতে থাকতে প্রস্তুতি গ্রহণ করো। এপার ছেড়ে ওপারে যাওয়ার আগেই তৈরি হয়ে থাকো। যদি তা না করো, তাহলে চিৎকার করে এই বলে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতে থাকবে—

رَبِّ ارْجِعُونِ - لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ

'হে আমার প্রতিপালক, আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) প্রেরণ করুন; যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি করিনি।'[৭]

لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

'যদি কোনোরূপে একবার ফিরে যেতে পারি, তবে আমি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে যাব।'[৮]

هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ

'আমাদের ফিরে যাওয়ার কোনো উপায় আছে কি?'[৯]

رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ

'হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদাকা করতাম এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।'[১০]

يَالَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي

.....

৭. সুরা আল-মুমিনুন, ২৩ : ৯৯-১০০।
৮. সুরা আজ-জুমার, ৩৯ : ৫৮।
৯. সুরা আশ-শুরা, ৪২ : ৪৪।
১০. সুরা আল-মুনাফিকুন, ৬৩ : ১০।

'হায়, এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্রে প্রেরণ করতাম!'[১১]

يَاحَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ

'হায়, আফসোস, আল্লাহর প্রতি (আমার কর্তব্যে) অবহেলা করেছিলাম!'[১২]

হে নফস, তোমার জন্য হয়তো জান্নাত, নয়তো জাহান্নাম অপেক্ষা করছে। হয়তো সফলতা, নয়তো ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে তোমাকে। হয়তো চিরসুখের বাসস্থানে স্থান পাবে, নয়তো চিরশাস্তির জাহান্নামে। হয়তো সৌভাগ্যবান হবে, নয়তো দুর্ভাগা।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, পাপের রাজ্যে ডুবে থাকা নফসের জন্য কি আশার আলো নিভে গেছে? মন্দ আমলের কারণে কি তাকে চূড়ান্তভাবে জাহান্নামেই যেতে হবে? না...। বরং জীবনের সামান্য মুহূর্ত বাকি থাকা পর্যন্তও তাওবার দরজা তোমার জন্য উন্মুক্ত রয়েছে।

হে নফস, এবার তো ছাড়ো আমাকে। অবশিষ্ট নিভু নিভু ইমান নিয়ে আমি বাকি জীবন গুনাহমুক্ত কাটাতে চাই। আশা রাখি, তাতে যদি আল্লাহ তাআলা আমাকে জান্নাতিদের সাথে একত্রিত করেন। আমি তোমার থেকে মুক্ত হতে চাই। কারণ, যেটুকু সময় আছে, তাতে এতদিন যা অবহেলা করেছি, সেগুলো কাটিয়ে উঠব আমি। দুনিয়া থেকে আমার সূর্য অস্তমিত হওয়ার আগেই আমাকে ছেড়ে দাও, মুক্ত করে দাও। কেননা, আল্লাহ ছাড়া আমার আর কোনো মুক্তিদাতা ও আশ্রয়দাতা নেই।

প্রিয় বোন, এ জন্যই আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আল্লাহ তাআলা তোমাকে নিরর্থক সৃষ্টি করেননি। প্রয়োজনহীন করে ছেড়ে দেননি। বরং আল্লাহ তাআলা তোমাকে একটি মহৎ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। তা হলো, তাঁর ইবাদত করা। তিনি ইরশাদ করেন :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

.....

১১. সুরা আল-ফাজর, ৮৯ : ২৪।
১২. সুরা আজ-জুমার, ৩৯ : ৫৬।

'আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি।'[১৩]

আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করার জন্য এই জগতে আমাদের অস্তিত্ব দান করেছেন। জীবন শেষ হয়ে গেলে সকলকে তাঁর সামনে দণ্ডায়মান হতে হবে। বান্দার মাঝে আর আল্লাহর মাঝে কোনো আড়াল থাকবে না। তখন তিনি ছোট-বড় সকল আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। অণু পরিমাণ বিষয়কেও ছাড় দেওয়া হবে না। হাদিসে কুদসিতে তিনি বলেন :

يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا، فَلْيَحْمَدِ اللهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ

'হে আমার বান্দারা, এসব তোমাদের আমল। তোমাদের সামনেই তা গণনা করব। অতঃপর তোমাদের পরিপূর্ণরূপে প্রতিদান দেবো। সুতরাং যে ভালো কিছু পায়, সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে এবং যে এর বিপরীত কিছু পায়, সে যেন নিজেকেই দোষারোপ করে।'[১৪]

.....

১৩. সুরা আজ-জারিয়াত, ৫১ : ৫৬।

১৪. সহিহ মুসলিম : ২৫৭৭।

হে বোন, স্মরণ রেখো, মৃত্যু ধেয়ে আসছে

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

'প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আর তোমরা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বদলাপ্রাপ্ত হবে। তারপর যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে সাফল্য লাভ করবে। আর পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কোনো সম্পদ নয়।'[১৫]

হে সম্মানিত বোন, এভাবে কল্পনা করো, এই মাত্র মালাকুল মওত তোমার কাছে উপস্থিত হয়েছে এবং (يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ) বলে ডাক দিচ্ছে। আর তুমি এমন মহা বিপদ সন্ধিক্ষণে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করতে শুরু করেছ এবং নিজেকে প্রশ্ন করছ—আমাকে কোন নামে ডাকা হলো? মালাকুল মওত কি আমাকে (يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ)[১৬] বলে ডেকেছেন? অর্থাৎ 'হে প্রশান্ত আত্মা, তুমি আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দিকে যাও' নাকি 'হে পাপিষ্ঠ আত্মা, তুমি আল্লাহর ক্রোধ ও আক্রোশের দিকে যাও' বলে ডাকা হয়েছে? এভাবে নিজেকে কল্পনার জগতে আবিষ্কার করো।

যদি প্রথম নামে ডাকা হয়, তাহলে তো এটাই সবচেয়ে বড় ও মহান সফলতা। যার ওপর আর কোনো সফলতা হতেই পারে না। এটাই সেই সুসংবাদ, দুনিয়ার কোনো সুসংবাদের সাথে যার কোনো তুলনাই হয় না। কিন্তু যদি

১৫. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১৮৫।
১৬. সুরা আল-বালাদ, ৮৯ : ২৭।

দ্বিতীয় নামে ডাকা হয়, (আল্লাহ আমাদের সবাইকে এর থেকে হিফাজত করুন) তবে এটাই হবে সবচেয়ে বড় আক্ষেপ ও পরিতাপের বিষয়। যা দুনিয়ার আফসোসের চেয়েও কল্পনাতীত বেশি হবে। হে বোন, এবার বলো, তুমি কোন নামের ডাক পছন্দ করো? কবি বলেন :

الموت باب وكل الناس داخله * يا ليت شعري بعد الموت ما الدار؟

الدار جنة خلد إم عملت * بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار

هما محلان ما للناس غيرهما * فانظر لنفسك الدار تختار

'মৃত্যু একটি দরজার মতো। যে দরজা দিয়ে সকল মানুষকেই প্রবেশ করতে হবে। হায়, এই দরজা দিয়ে প্রবেশের পর যদি কোনো বাড়ি না থাকত! কিন্তু বাড়ি তো আছে। আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক আমল করলে চিরস্থায়ী জান্নাত। নয়তো প্রস্তুত রয়েছে জাহান্নাম। এই দুটি ছাড়া মানুষের আর কোনো গন্তব্য নেই। তাই নিজের জন্য কোন বাড়িটি পছন্দ করবে, ভেবে দেখো।'

হে বোন, অক্ষম হওয়ার আগেই নিজের জন্য পছন্দসই বাড়িটি নির্ধারণ করে রাখো। তোমার কাছে এখনো সুযোগ আছে। সুযোগ কাজে লাগানোর স্থানও আছে এবং বয়স নামক মূলধনও আছে।

ইয়াজিদ আর-রাক্কাশি ﵀ নিজেকে বলতেন, 'ধ্বংস তোমার জন্য হে ইয়াজিদ! মৃত্যুর পর কে তোমার সালাত আদায় করে দেবে? কে তোমার পক্ষ থেকে তোমার সিয়ামগুলো পালন করে দেবে? তুমি মরে গেলে তোমার জন্য কে তোমার রবকে সন্তুষ্ট করে দেবে?' এরপর বলতেন, 'হে মানুষ, বাকি জীবন নিজেদের জন্য আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি আর রোনাজারি করতে পারো না? মৃত্যু যার শেষ খেলা, মাটি যার শয়নের স্থান, পোকামাকড় যার সবচেয়ে কাছের বন্ধু, মুনকার-নাকির যার সঙ্গী, কবর যার বাসস্থান, মাটিগর্ভ যার থাকার জায়গা, কিয়ামত যার ওপর অবধারিত এবং জান্নাত বা জাহান্নাম যেকোনো একটি যার গন্তব্য, তার অবস্থা কেমন হওয়া উচিত?!' এ কথাগুলো বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি এবং একপর্যায়ে অচেতন হয়ে যান।

হে বোন, তোমাকে কবরে প্রবেশ করানোর দৃশ্যটি কল্পনা করো...

তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কী? তোমাদের কাছে প্রেরিত এই ব্যক্তি কে? তোমার কাছে দুজন ফেরেশতা এসে প্রশ্ন করবে। যারা সৌন্দর্য প্রকাশ না করে পর্দায় আবৃত থেকে আল্লাহর আনুগত্য করেছে, তারা অকপটে বলে ফেলবে, 'আমার রব আল্লাহ। আমার দ্বীন ইসলাম এবং মুহাম্মাদ ﷺ আমাদের রাসুল।' উত্তর দেওয়ার পর তার কবরকে দৃষ্টিসীমার দূরত্ব পরিমাণ প্রশস্ত করে দেওয়া হবে এবং জান্নাতের দিক থেকে তার জন্য কবরে একটি দরজা খুলে দেওয়া হবে। ফলে সব সময় তার কাছে জান্নাতের সুখশান্তি ও নিয়ামতরাজি আসতে থাকবে। পক্ষান্তরে যারা বেপর্দায় চলাফেরা করেছে, আল্লাহর অবাধ্যতা করেছে এবং প্রবৃত্তির কথামতো চলেছে, (যেমনটি তিনি বলেছেন :

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ

'আপনি কি তার প্রতি লক্ষ করেছেন, যে তার খেয়াল-খুশিকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে?')[১৭]

তাদের কাছে দুজন ফেরেশতা এসে জিজ্ঞাসা করবে, 'তোমার রব কে?' 'তোমার দ্বীন কী?' 'তোমাদের মাঝে প্রেরিত এই ব্যক্তি কে?' হায়, আমি তো কিছুই জানি না... হায়, আমি তো কিছুই জানি না! এ কথা ছাড়া উত্তরে তারা কিছুই বলতে পারবে না। অতঃপর তাদেরকে লোহার হাতুড়ি দিয়ে প্রহার করা হবে। যদি কোনো পাহাড়কে সেই হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করা হয়, তাহলে নিমিষেই পাহাড় মাটিতে মিশে যাবে। এরপর তাকে তার জান্নাতের বাসস্থানটি দেখানো হবে আর বলা হবে, 'যদি আল্লাহর আনুগত্য করতে, তাহলে এখানে স্থান পেতে।' তারপর সেদিক থেকে ফিরিয়ে নিয়ে জাহান্নামের বাসস্থান দেখানো হবে। যা বিচারদিবসে সে দেখতে পাবে। এর চেয়ে বড় আক্ষেপ আর কিছুই হতে পারে না। অতঃপর সে বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক, কিয়ামত সংঘটিত করবেন না। হে আমার পালনকর্তা, কিয়ামত ঘটাবেন না।' তার কথায় ভ্রুক্ষেপ না করে বরং কবরকে তার ওপর

১৭. সুরা আল-জাসিয়া, ৪৫ : ২৩।

এতটাই সংকীর্ণ করে দেওয়া হবে যে, একপাশের পাঁজর আরেক পাশের পাঁজরের ভেতরে ঢুকে যাবে এবং তার জন্য জাহান্নামের দিক থেকে একটি দরজা খুলে দেওয়া হবে। যা দিয়ে প্রতিনিয়ত উত্তাপ ও লু হাওয়া এসে তার কাছে পৌঁছুবে। ফলে তারা চিৎকার করে করে কামনা করতে থাকবে, 'হায়, যদি একবার দুনিয়াতে ফেরত পাঠানো হতো!' তারা বলবে :

رَبِّ ارْجِعُونِ - لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ

'হে আমার পালনকর্তা, আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) প্রেরণ করুন; যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি করিনি।'[১৮]

সে দুনিয়াত ফিরে যেতে চাইবে। আল্লাহর কাছে তাওবা করার জন্য, তাঁর ইবাদত করার জন্য এবং পরিপূর্ণরূপে পর্দা মেনে চলে পরিশুদ্ধ হয়ে আসার জন্য। কিন্তু তা তো সম্ভব হবে না। আর কোনোদিন দুনিয়াতে ফিরে যেতে পারবে না। নেক আমলের পাল্লাও ভারী করার অবকাশ থাকবে না। যা হওয়ার হয়ে গেছে। সময় ফুরিয়ে গেছে। মৃত্যুর পর নতুন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সুযোগ নেই। দুনিয়ার জীবনের পর তার জন্য অপেক্ষমাণ হয়তো জান্নাত, নয়তো জাহান্নাম।

এমনটিই বলেছেন আমাদের প্রিয় নবি মুহাম্মাদ ﷺ—

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ مُسْتَعْتَبٍ وَمَا بَعْدَ الدُّنْيَا دَارٌ إِلَّا الْجَنَّةُ وَالنَّارُ

'যাঁর হাতে আমার জীবন—তাঁর শপথ, মৃত্যুর পর আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার আর সুযোগ নেই এবং দুনিয়ার পরে জান্নাত অথবা জাহান্নাম ছাড়া আর কোনো বাসস্থান নেই।'[১৯]

.....

১৮. সুরা আল-মুমিনুন, ২৩ : ৯৯-১০০।

১৯. শুআবুল ইমান : ১০০৯৭।

কবি বলেন :

العين تبكي علي الدنيا وقد علمت * أن السلامة فيها ترك ما فيها

لا دار للمرء بعد الموت يسكنها * إلا التي كانت قبل الموت يبنيها

فإن بناها بخير طاب مسكنه * وإن بناها بشر خاب بانيها

فلا تركن إلي الدنيا وزخرفها * فإن الموت لا شك يفنينا ويفنيها

'দুনিয়ার হারানোয় আজ চক্ষু অশ্রুসজল। অথচ আমি জানি, দুনিয়া ছাড়ার মাঝেই রয়েছে প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তা। মৃত্যুর পর মানুষের একটিই বাড়ি থাকে। যা সে মৃত্যুর পূর্বে পরকালের জন্য নির্মাণ করেছে। সুতরাং যদি বাড়িটি ভালোভাবে নির্মাণ করে থাকে, তবে তার বাসস্থান হবে উত্তম। আর যদি মন্দভাবে নির্মাণ করে থাকে, তবে নির্মাতা ক্ষতির সম্মুখীন হবে। অতএব দুনিয়ার ও দুনিয়ার সাজ-সৌন্দর্যের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না। কেননা, নিঃসন্দেহে মৃত্যু আমাদেরকে ও দুনিয়াকে শেষ করে দেবে।'

হে বোন, কিয়ামতের বিভীষিকার কথা একটু ভাবো

হে আল্লাহর বান্দি, কী অবস্থা হবে তোমার, যখন জমিন প্রকম্পিত হবে, পাহাড়গুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে এবং দয়াময় আল্লাহর সামনে দৃষ্টিসমূহ অবনত হবে, আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে যাবে, সবগুলো উপায়-উপকরণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, জাহান্নাম নিশ্বাস ত্যাগ করবে, যার প্রভাবে ছোটরাও বার্ধক্যে পৌঁছে যাবে, বড়রা চিৎকার-চ্যাঁচামেচি করবে, সীমালঙ্ঘনকারী সাহায্যের জন্য ডাকাডাকি করবে, বিচারের সময় ঘনিয়ে আসবে, হৃদয়গুলো কণ্ঠনালিতে এসে পড়বে এবং একের পর এক বিপদ মানুষকে আঘাত করতে থাকবে?

হে উদাসীন বোন, এমন কঠিন সময়ে তোমার কী হবে? কী প্রস্তুতি নিয়েছ সেই সময়ের জন্য? চিন্তা করে দেখো তো, তোমার আমলনামায় কতটুকু পাপ আর পুণ্য রয়েছে? তোমার মডেলিং আর ফ্যাশন কি কোনো কাজে আসবে তখন? গানবাজনা ও নানান সিরিয়ালে বুঁদ হয়ে পড়ে থাকা কি কোনো উপকার

করতে পারবে? তাই একটু চিন্তা করো সেদিনের কথা। কীভাবে মানুষ খালি পায়ে, বিবস্ত্র অবস্থায় পঞ্চাশ হাজার বছর হাশরের ময়দানে দাঁড়িয়ে থাকবে! সূর্য মাথার ওপরে খুব কাছাকাছি চলে আসবে। রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন :

فَتَصْهَرُهُمُ الشَّمْسُ، فَيَكُونُونَ فِي العَرَقِ بِقَدْرِ أَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى عَقِبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى حِقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ إِلْجَامًا

'সূর্য তাদের গলিয়ে দেবে। তারা তখন নিজেদের আমল (গুনাহ) অনুপাতে ঘামের মধ্যে হাবুডুবু খাবে। আর তা কারও পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত, কারও হাঁটু পর্যন্ত, কারও কোমর পর্যন্ত এবং কারও মুখ পর্যন্ত ঘাম পৌঁছে লাগামের মতো বেষ্টন করবে।'[২০]

সহিহ মুসলিমে এসেছে, আয়িশা ﵂ বলেন, 'আমি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

«يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ جَمِيعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَائِشَةُ الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ»

"কিয়ামতের মাঠে সকল মানুষকে একত্রিত করা হবে খালি পা, উলঙ্গ দেহ এবং খতনাবিহীন অবস্থায়।" এ কথা শুনে আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, পুরুষ এবং মহিলা একসঙ্গেই উত্থিত হবে আর তারা পরস্পরের প্রতি তাকাবে?" তিনি বললেন, "হে আয়িশা, তখনকার প্রেক্ষাপট এত কঠিন ও ভয়ংকর হবে যে, একে অপরের প্রতি তাকানোর কল্পনারও উদ্রেক হবে না।"'[২১]

সুতরাং সেই দিনটি মহা মুসিবতের দিন। কারও পরনে পোশাক থাকবে না; অথচ কেউ কারও দিকে তাকানোর সুযোগই পাবে না। যারা খুব

২০. সুনানুত তিরমিজি : ২৪২১, সহিহু ইবনি হিব্বান : ৭৩৩০।
২১.সহিহু মুসলিম : ২৮৫৯।

লজ্জাবোধ করে বিবস্ত্র হতে, সেদিন তাদেরকেও বস্ত্রহীন হয়ে দণ্ডায়মান হতে হবে—যেভাবে তার মা তাকে বস্ত্রহীন জন্ম দিয়েছেন। কেউ তার দিকে তাকাবে না এবং সেও কারও দিকে তাকানোর সুযোগ হবে না।

ওহে যারা নারীদের দেহের দিকে নগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে! কিয়ামতের দিন সেই নারীরা তোমার সামনে বিবস্ত্র অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবে। কিন্তু সে সময় তাদের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার সুযোগ হবে না তোমার। কারণ, তখন তুমি নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। বিষয়টি অত্যন্ত বিপজ্জনক। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ - يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ

'হে লোক সকল, তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো। নিশ্চয় কিয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যধাত্রী তার দুধের শিশুকে বিস্মৃত হবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে এবং মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল; অথচ তারা মাতাল নয়। বস্তুত আল্লাহর আজাব সুকঠিন।'[২২]

হে বোন, পরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার দৃশ্যটি চিন্তা করো

যখন তোমাকে ডাকা হবে, অমুকের মেয়ে অমুক কোথায়? তখন তোমার মনের মধ্যে আল্লাহ তাআলা এই অনুভূতি ঢেলে দেবেন যে, উক্ত আহ্বান দ্বারা তোমাকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তখন তুমি মহা বিচারক আল্লাহর সিংহাসনের দিকে এগুতে থাকবে। আহ, কত কঠিন হবে সেই পরিস্থিতি! রাসুল ﷺ সেই বিভীষিকার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে এসেছে, আদি বিন হাতিম ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ ইরশাদ

২২. সুরা আল-হাজ, ২২ : ১-২।

করেন :

«مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ اللهُ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ» ... وَزَادَ فِيهِ «وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ»

'তোমাদের প্রত্যেককেই আল্লাহ তাআলার সাথে কথা বলতে হবে, তা এমনভাবে যে, আল্লাহ ও বান্দার মাঝে কোনো দোভাষী থাকবে না। সে ডান দিকে তাকালে তার পৃথিবীতে করা যাবতীয় কাজ দেখতে পাবে। আর বাম দিকে তাকালেও সে তার কৃতকর্ম (ছাড়া আর কিছু) দেখতে পাবে না, যা তার মুখের কাছেই থাকবে। সুতরাং এক টুকরো খেজুর দিয়ে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে নিষ্কৃতি লাভ করো।'... 'একটি ভালো কথার মাধ্যমে হলেও।' (অপর রিওয়ায়াতে এ কথাটি বর্ধিত বর্ণনা রয়েছে)।[২৩]

প্রিয় বোন, যখন পুরো সৃষ্টিকুলের মধ্য হতে তোমার নামটি ধরে ডাক দেওয়া হবে, তখনকার ভয়াবহ দৃশ্যপটটি এখনো কল্পনা করোনি? তোমাকে ডাকা হবে, 'অমুকের মেয়ে অমুক কোথায়?' আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার জন্য এগিয়ে এসো। ফলে ভয়ে কম্পমান হয়ে লাফঝাঁপ দিয়ে সামনের দিকে এগুতে থাকবে। কাঁধের মাংসগুলো কাঁপতে থাকবে। প্রতিটি অঙ্গ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়বে। চেহারার রং পালটে যাবে। প্রতাপশালী আল্লাহর সামনে হিসাব দেওয়ার ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে। সেই কঠিন মুহূর্তে যখন তিনি তোমাকে তোমার মন্দ আমলগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন এবং একেকটি অপরাধের হিসাব দিতে বলবেন, তখন কোন মুখে উত্তর দেবে? কীভাবে তাঁর সামনে দণ্ডায়মান থাকবে? কোন চক্ষু দিয়ে তাঁর দিকে তাকাবে? তোমার এই পাপী হৃদয়ে পারবে কি তাঁর সাথে প্রশ্নোত্তর পর্বের কঠিন বোঝা বহন করতে? যেদিন তিনি তোমাকে বলবেন, 'হে আমার বান্দি, তোমার দেহকে কেন বিবস্ত্র রেখেছিলে দুনিয়াতে? কেন পর্দাবৃত হলে না? কেন আমাকে ভয় করোনি?

.....

২৩. সহিহুল বুখারি : ৬৫৩৯, ৬৫৪০; সহিহ মুসলিম : ১০১৬।

কেন যৌবনকে ফিতনায় ফেলেছিলে? তুমি কি আমাকে সম্মান করতে না? আমার কথা ভেবে লজ্জা পেতে না?' হে বোন, তখন এই প্রশ্নগুলোর উত্তরে কী বলার আছে তোমার?

আমাদের সকলেরই জানা থাকা দরকার, আমাদের সকলকেই আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সামনে সেই ভীতিকর জায়গায় দণ্ডায়মান হতে হবে। অতঃপর তিনি আমাদের কাছে প্রতিটি ছোট-বড় কর্মের হিসাব চাইবেন। পবিত্র কুরআনে তিনি ইরশাদ করেন :

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ

'সেদিন তোমাদের উপস্থিত করা হবে। তোমাদের কোনো কিছু গোপন থাকবে না।'[২৪]

সুতরাং যে বিশ্বাস করে, তাকে সেখানে দাঁড়াতে হবে, সে যেন জেনে রাখে, তাকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আর যে বিশ্বাস করে, তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, সে যেন প্রশ্নের সঠিক উত্তরের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এই মুহূর্তটি অবশ্যই ক্রমাগত। এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই আমাদের সকলকেই এর জন্য উপযুক্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

হে বোন, স্মরণ করো, সেদিন তোমার অঙ্গগুলো তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

'যেদিন প্রকাশ করে দেবে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত ও তাদের পা, যা কিছু তারা করত।'[২৫]

---

২৪. সুরা আল-হাক্কাহ, ৬৯ : ১৮।
২৫. সুরা আন-নুর, ২৪ : ২৪।

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

'আজ আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেবো, তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।'[২৬]

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

'তারা তাদের ত্বককে বলবে, "তোমরা আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে কেন?" তারা বলবে, "যে আল্লাহ সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন।" তিনিই তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।'[২৭]

হ্যাঁ, এটাই চিরসত্য। কিয়ামতের দিন আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু কথা বলবে। এমনকি যেই জমিনের ওপর তুমি সুগন্ধি লাগিয়ে আঁটোসাঁটো ছোট কাপড় পরিধান করে বিচরণ করছ, সেই জমিনও তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। সব খবর প্রকাশ করে দেবে।

সুনানে তিরমিজিতে এসেছে, আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا} قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا أَخْبَارُهَا؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا أَنْ تَقُولَ: عَمِلَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَهَذِهِ أَخْبَارُهَا

'রাসুলুল্লাহ ﷺ "যেদিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত পরিবেশন করবে।" (সুরা জিলজাল : ৪) তিলাওয়াত করে প্রশ্ন করলেন, "তোমরা কি

২৬. সুরা ইয়াসিন, ৩৬ : ৬৫।
২৭. সুরা ফুসসিলাত, ৪১ : ২১।

জানো, পৃথিবীর পরিবেশনযোগ্য বৃত্তান্ত কী?" সাহাবিগণ বললেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো জানেন।" তিনি বললেন, "তার বৃত্তান্ত এই যে, সে সমস্ত নারী-পুরুষের সেসব কাজের সাক্ষ্য দেবে, যা তারা তার ওপরে করেছে। সে বলবে, "অমুক দিন অমুক ব্যক্তি এই এই কাজ করেছে।" এভাবে সে সাক্ষ্য দেবে।" তিনি বললেন, "এটাই হবে পৃথিবীর পেশকৃত বৃত্তান্ত।"'[২৮]

অতএব কাল হাশরের ময়দানে যেসব অঙ্গ তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, সেগুলোর ব্যাপারে সতর্ক থাকো। আর যখন কোনো খারাপ কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করবে, তখন এমন কোনো জায়গায় গিয়ে খারাপ কাজ করো, যে জায়গাটি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না। কিন্তু এমনটি কোনোদিনও সম্ভব?!

হে বোন, আমলনামার উড়তে থাকার দৃশ্যটি ভাবো

সেদিন মানুষ দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত থাকবে। এক শ্রেণি আমলনামা ডান হাতে পাবে। অতঃপর তারা খুশিতে পুরো হাশরের ময়দানে চিৎকার করে দৌড়াবে আর বলবে :

هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ - إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ - فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ - فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ

'নাও, তোমরাও আমলনামা পড়ে দেখো। আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। অতঃপর সে সুখী জীবনযাপন করবে, সুউচ্চ জান্নাতে।'[২৯]

তাদেরকে এবং তাদের মতো অন্যান্য জান্নাতিকে ফেরেশতারা ডাক দিয়ে বলবে :

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ

---

২৮. সুনানুত তিরমিজি : ২৪২৯।
২৯. সুরা আল-হাক্কাহ, ৬৯ : ১৯-২২।

'বিগত দিনে তোমরা যা প্রেরণ করেছিলে, তার প্রতিদানে তোমরা খাও এবং পান করো তৃপ্তি সহকারে।'[৩০]

আরেক শ্রেণির আমলনামা বাম হাতে কিংবা পেছন দিক থেকে প্রদান করা হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্তি থেকে হিফাজত করুন। তারা কঠিন আক্ষেপ নিয়ে উচ্চ আওয়াজে চিৎকার করবে আর বলবে :

يَالَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ - وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ - يَالَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ - مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ - هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ

'হায়, আমাকে যদি আমার আমলনামা না দেওয়া হতো! আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব! হায়, আমার মৃত্যুই যদি শেষ হতো! আমার ধনসম্পদ আমার কোনো উপকারে আসলো না। আমার ক্ষমতাও বরবাদ হয়ে গেল।'[৩১]

আল্লাহ তাআলা তখন ফেরেশতাদের নির্দেশ দিয়ে বলবেন :

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ - ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ

'(ফেরেশতাদের বলা হবে) ধরো একে, গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও, অতঃপর নিক্ষেপ করো জাহান্নামে।'[৩২]

ইমাম কুরতুবি ﵀ বলেন, 'অতঃপর এক হাজার ফেরেশতা তাকে নিয়ে টানাটানি করবে। তারপর তার হাতদুটো ঘাড়ের সাথে বেঁধে দেওয়া হবে। (خُذُوهُ فَغُلُّوهُ - ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ) উক্ত আয়াতে এটাই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তারা তাকে ধরে হাত ঘাড়ের সাথে বেঁধে আগুনের উত্তাপ গ্রহণ করানোর জন্য সুবিশাল জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। অতঃপর তিনি বলেছেন :

ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ

.....

৩০. সুরা আল-হাক্কাহ, ৬৯ : ২৪।
৩১. সুরা আল-হাক্কাহ, ৬৯ : ২৫-২৯।
৩২. সুরা আল-হাক্কাহ, ৬৯ : ৩০-৩১।

'অতঃপর তাকে শৃঙ্খলিত করো সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে।'[৩৩]

অর্থাৎ এরপর ফেরেশতারা তাকে দীর্ঘ একটি শিকলে আবদ্ধ করবেন। যার দৈর্ঘ্য সত্তর গজ। পেছন দিক থেকে ঢুকিয়ে গলার দিক দিয়ে বের করা হবে। তারপর কপালের অগ্রভাগ ও পায়ের মধ্যখানে এনে জমা করা হবে। এভাবেই তাকে বন্দী করে শিকলাবদ্ধ অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আমরা আল্লাহর কাছে এমন অপমান ও জাহান্নামের আগুন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে বাসস্থান কামনা করছি।

হে বোন, মিজানের দৃশ্যটি চিন্তা করো

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ - وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ

'যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম এবং যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই নিজেদের ক্ষতিসাধন করেছে, তারা জাহান্নামেই চিরকাল বসবাস করবে।'[৩৪]

তিনি আরও ইরশাদ করেন :

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ - فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ - وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ - فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ - وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ - نَارٌ حَامِيَةٌ

'অতএব যার পাল্লা ভারী হবে, সে সুখীজীবন যাপন করবে। আর যার পাল্লা হালকা হবে, তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। আপনি জানেন তা কী? প্রজ্বলিত অগ্নি!'[৩৫]

.....

৩৩. সুরা আল-হাক্কাহ, ৬৯ : ৩২।
৩৪. সুরা আল-মুমিনুন, ২৩ : ১০২-১০৩।
৩৫. সুরা আল-কারিআহ, ১০১ : ৬-১১।

আনাস ﷺ বলেন, 'কিয়ামতের দিন আদম-সন্তানকে ধরে এনে মিজানের দুই পাল্লার মাঝে রাখা হবে। অতঃপর তার জন্য একজন ফেরেশতা নিয়োগ করা হবে। যদি তার আমলের পাল্লা ভারী হয়, ফেরেশতা উচ্চ আওয়াজে ঘোষণা করবে, "অমুক ব্যক্তি আজ সফল হয়েছে। যার পরে আর কখনো সে দুর্ভাগা হবে না।" তার আওয়াজ পুরো সৃষ্টিকুল শুনতে পাবে। আর যদি আমলনামা হালকা হয়, তখন ঘোষণা করে বলবে, "অমুক ব্যক্তি আজ এতটাই দুর্ভাগা হয়েছে, যার পরে আর কোনোদিন সফল হতে পারবে না।" তার এই আওয়াজ পুরো সৃষ্টিকুল শুনতে পাবে। যখন নেকের পাল্লা হালকা প্রমাণিত হবে, তখন জাহান্নামিদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বে থাকা (জাবানিয়া) ফেরেশতা এগিয়ে আসবে। তাদের হাতে লোহার হাতুড়ি থাকবে। পরনে থাকবে আগুনের পোশাক। তারা জাহান্নামিদের ধরে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। (হে আল্লাহ, আমাদের আমলনামার পাল্লা ভারী করে দিন।)

হে বোন, জাহান্নামকে নিয়ে আসার দৃশ্যটি কল্পনা করো

সহিহ মুসলিমে এসেছে, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন :

يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا

'জাহান্নামকে নিয়ে আসা হবে। তার সত্তর হাজার লাগাম থাকবে। প্রত্যেক লাগামের সাথে সত্তর হাজার ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবে—যারা জাহান্নামকে টেনে টেনে নিয়ে আসবে।'[৩৬]

হায়, কী ভয়ানক দৃশ্য হবে সেটি! যা হৃদয়গুলোকে বিদীর্ণ করে দেয়। অতঃপর যখন জাহান্নামকে নিয়ে আসা হবে, তখন সে একটি নিশ্বাস ছাড়বে। যার ফলে সকল ফেরেশতা ও নবি-রাসুলগণ হাঁটু গেড়ে বসে যাবেন। প্রত্যেকেই

৩৬. সহিহ মুসলিম : ২৮৪২।

বলতে থাকবেন, 'হে আল্লাহ, আপনি আমাকে নিরাপদ রাখুন, হে আল্লাহ, আপনি আমাকে নিরাপদ রাখুন।' সকলেই 'ইয়া নাফসি, ইয়া নাফসি' বলতে থাকবে। এমনকি ইসা বিন মারইয়াম ﷺ সেই দিনের ভয়াবহতা দেখে বলতে থাকবেন, 'আজ আমি আল্লাহর কাছে কেবল আমার নিজের নিরাপত্তাই চাইব। আমার জন্মদানকারিণী মা মারইয়ামের জন্যও চাইব না।'[৩৭]

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا - وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا -وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى - يَقُولُ يَالَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي

'এটা অনুচিত। যখন পৃথিবী চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে এবং আপনার পালনকর্তা ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত হবেন এবং সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে, সেদিন মানুষ স্মরণ করবে; কিন্তু এই স্মরণ তার কী কাজে আসবে? সে বলবে, "হায়, এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্রে প্রেরণ করতাম!"'[৩৮]

প্রিয় বোন, আমার এই বইয়ের পাতায় পাতায় তাদের আক্ষেপ আর পরিতাপের দৃশ্যটি কল্পনা করার চেষ্টা করো, যারা আল্লাহর আনুগত্যে ত্রুটি করেছে; ফলে তাদের সামনে জাহান্নামকে উপস্থিত করা হয়েছে এবং তা দেখে চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুরু করেছে। আর বলছে : (يَالَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي) 'হায়, এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্রে প্রেরণ করতাম!'

যারাই সালাতে ত্রুটি করেছে, পিতামাতার অবাধ্যতা করেছে, কিংবা মানুষের ওপর জুলুম করেছে, তারা সকলেই এই বাক্যটি উচ্চারণ করবে সেদিন। এ ছাড়াও যারা পর্দা ছেড়েছে, খোলামেলা দেহে ঘুরাফেরা করেছে, তারাও একই বাক্য উচ্চারণ করবে। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

.....

৩৭. তাফসিরু ইবনি কাসির।

৩৮. সুরা আল-ফাজর, ৮৯ : ২১-২৪।

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا

'হে নবি, আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়। এতে তাদের চেনা সহজ হবে। ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।'[৩৯]

বোন আমার, শোনো, জাহান্নাম এতটা ভয়ংকর, যেখানে একশ বছর আগুন প্রজ্বলিত করার পর তা লাল বর্ণ ধারণ করেছে, তারপর আবার একশ বছর আগুন প্রজ্বলিত করার পর সাদা হয়ে গেছে, এরপর আরও একশ বছর আগুন প্রজ্বলিত করার পর কালো হয়ে গেছে। বর্তমানে জাহান্নামের আগুন ঘনকালো অন্ধকারের মতো। জাহান্নামে একটি পাথর নিক্ষেপ করলে নিচে গিয়ে পৌঁছুতে সত্তর খরিফ (বছর) সময় লাগে। তাই জাহান্নামের ভয় করো। এর উত্তাপ অসহনীয়। সেখানে রয়েছে লোহার হাতুড়ি এবং তা অত্যন্ত গভীর।

হে বোন, দুনিয়ার সমুদয় নিয়ামত একবার জাহান্নামে ডুব দেওয়ার সমতুল্য হবে না

সহিহ মুসলিমে এসেছে, আনাস বিন মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন :

يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا، وَاللهِ يَا رَبِّ وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا، مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا، وَاللهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ، وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ

৩৯. সুরা আল-আহজাব, ৩৩ : ৫৯।

'জাহান্নামের উপযোগী দুনিয়ার সর্বাধিক সচ্ছল ও ধন-সম্পদের অধিকারী লোককে কিয়ামতের দিন উপস্থিত করা হবে। এরপর তাকে জাহান্নামের আগুনে একবার অবগাহন করিয়ে বলা হবে, "হে আদম-সন্তান, কখনো কল্যাণ দেখেছ কি? কখনো তুমি স্বাচ্ছন্দ্য অবস্থায় দিন অতিবাহিত করেছ কি?" সে বলবে, "আল্লাহর শপথ, হে প্রতিপালক, না, কখনো করিনি।" এরপর জান্নাতের উপযোগী দুনিয়ায় সর্বাধিক দুরবস্থাসম্পন্ন লোককে আনা হবে। এরপর তাকে জান্নাতে একবার অবগাহন করিয়ে জিজ্ঞেস করা হবে, "হে আদম-সন্তান, কখনো তুমি কষ্টের সম্মুখীন হয়েছ কি? হৃদয়বিদারক ও ভয়াবহ অবস্থায় দিনাতিপাত করেছ কি?" সে বলবে, "আল্লাহর কসম, হে আমার প্রতিপালক, কখনো আমি কষ্টের সাথে দিনাতিপাত করিনি এবং দুরবস্থা কখনো দেখিনি।"'[৪০]

যে এই হাদিসটি শ্রবণ করেছে—অথচ অবাধ্যতা আর পাপাচারের সাগরে আগের মতোই ডুবে রয়েছে এবং মহা বিচারক আল্লাহর থেকে দূরেই রয়ে গেছে, তার জন্য বড়ই আফসোস হয়। হে বোন, মনে রেখো, তোমাকে একাই মরতে হবে। মৃত্যুর পর একাই হাশরের ময়দানে পুনরুত্থিত করা হবে। তোমার হিসাব তোমাকে একাই সামলাতে হবে। কান খুলে শোনো, যদি দুনিয়ার সকল মানুষ আল্লাহর আনুগত্য করে আর তুমি আল্লাহর অবাধ্যতা করো, তবে তাদের আনুগত্য তোমার কোনো কাজে আসবে না। আর যদি পুরো দুনিয়ার মানুষ আল্লাহর অবাধ্যতা করে আর তুমি একা আল্লাহর আনুগত্য করো, তবে তাদের অবাধ্যতায় তোমার কোনো ক্ষতি হবে না।

প্রিয় বোন, তোমার গুনাহকে নিয়ন্ত্রণ করো। এটা তো তোমার রক্ত-মাংস শেষ করে দেবে। যদি গুনাহ থেকে নিরাপদ থাকতে পারো, তাহলে তোমার রক্ত-মাংস নিরাপদ থাকবে। আর যদি তা না পারো, তাহলে এই দেহে আগুন জ্বলবে। যা নিভানোর ক্ষমতা কোনো মাখলুকের নেই। যা থেকে পরিত্রাণের জন্য কোনোদিন মৃত্যু হবে না। বোন আমার, আল্লাহ তাআলার সেই আয়াতটি নিয়ে একটু চিন্তা করো—যেখানে তিনি ইরশাদ করেছেন :

৪০. সহিহ মুসলিম : ২৮০৭।

أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

'যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে শ্রেষ্ঠ, না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে আসবে? তোমরা যা ইচ্ছা করো, নিশ্চয় তিনি দেখেন, যা তোমরা করো।'[৪১]

প্রিয় বোন, আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। যদি আমার কথায় খুব বেশি ভয় কিংবা তিরস্কার থেকে থাকে, তাহলে ক্ষমা করে দিও। কিন্তু আমি কেবল তোমার সংশোধন এবং কল্যাণের জন্যই এভাবে বলছি। হাসান বসরি ﵀-কে একবার বলা হলো, 'হে আবু সাইদ, কী হলো আমাদের? আমরা এমন মানুষদের সাথে উঠাবসা করি, যারা আমাদের প্রচণ্ড ভয় দেখায়; যার ফলে অন্তর প্রকম্পিত হয়ে পড়ে।' এ কথা শুনে তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম, যদি তুমি এমন মানুষের সাথে উঠাবসা করো, যারা ভীতি প্রদর্শন করে, অতঃপর ভীতি শেষে তুমি নিরাপদে থাকো, তাহলে এটা তাদের চেয়ে অধিক উত্তম, যারা তোমাকে নিরাপদে রাখে; কিন্তু পরিশেষে তোমাকে ভীতির মধ্যেই পড়তে হয়।'

বোন আমার, জাহান্নামিদের করুণ অবস্থার কথা চিন্তা করো। তাদের ভোগ করতে হবে কিয়ামতের কঠিন বিভীষিকা। তারপর মাথার অগ্রভাগ থেকে পা পর্যন্ত শিকলাবদ্ধ করে দেওয়া হবে। চেহারাগুলো পাপের আঁধারে কালো হয়ে যাবে। জাহান্নামের আনাচেকানাচে জাহান্নামিরা চিৎকার দিতে থাকবে আর বলবে, 'মালিক, আমাদের ওপর আপনার ওয়াদা বাস্তবায়িত হয়েছে। আমাদের বোঝাটা খুব ভারী হয়ে গেছে। চামড়াগুলো জ্বলে পুড়ে গেছে। হে মালিক, আমাদের একটু এখান থেকে বের করুন। আমরা এখানে আর আসব না।' অতঃপর তাদের বলা হবে, 'না। তোমাদের এখানেই থাকতে হবে। তোমরা দূর হও। কোনো কথা বলো না।' তখন তারা নিরাশ হয়ে যাবে এবং দুনিয়াতে আল্লাহর অধিকার নষ্ট করার দরুন আফসোস করতে থাকবে। কিন্তু সেদিন তাদের আফসোস কোনো কাজে আসবে না। লজ্জা আর অনুতাপ তাদের কোনো উপকার করতে পারবে না। বরং শিকলাবদ্ধ করে অধোমুখী

৪১. সুরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৪০।

করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তাদের খাবার, পানীয়, পোশাক এবং বিছানা সবই হবে আগুনের। আল্লাহ তাআলা বলেন :

لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ

'তাদের জন্য নরকাগ্নির শয্যা রয়েছে এবং ওপর থেকে চাদর। আমি এমনিভাবে জালিমদের শাস্তি প্রদান করি।'[৪২]

তাদেরকে ক্ষুধার যন্ত্রণা দ্বারা শাস্তি দেওয়া হবে। যা আগুনের শাস্তির চেয়ে কোনো অংশে কম মনে হবে না। তাই তারা ক্ষুধার জ্বালা মেটাতে খাবার চাইবে। ফলে তাদেরকে কণ্টকযুক্ত খাবার দেওয়া হবে। যা সুস্বাস্থ্যবানও বানাবে না এবং ক্ষুধার জ্বালাও মেটাবে না। খাবারগুলো গলায় আটকে যাবে। তখন পানি খুঁজতে শুরু করবে। ফলে তাদেরকে উত্তপ্ত গরম পানি দেওয়া হবে। লোহার হুক দ্বারা তাদের সামনে তুলে ধরা হবে। যা মুখের সামনে আনার সাথে সাথে চেহারা ঝলসে যাবে। অতঃপর উত্তপ্ত পানিটুকু পান করার সাথে সাথে পেটের নাড়িভুঁড়ি ছিন্নভিন্ন করে দেবে। অতঃপর তারা বলবে, 'দ্রুত জাহান্নামের প্রহরীদের আহ্বান করো।' তারপর প্রহরীরা এসে বলবে :

ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ - قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ

'তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে বলো, তিনি যেন আমাদের থেকে একদিনের আজাব লাঘব করে দেন। রক্ষীরা বলবে, "তোমাদের কাছে কি সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তোমাদের রাসুলগণ আসেননি?" তারা বলবে, "হ্যাঁ।" রক্ষীরা বলবে, "তবে তোমরা দুআ করো। বস্তুত কাফিরদের দুআ নিষ্ফলই হয়।"'[৪৩]

আমাশ ﵀ বলেন, 'আমি খবর জেনেছি যে, তাদের দুআ করার পর আল্লাহ তাআলা এক হাজার বছর পর জবাব দেবেন। তারা বলবে, 'তোমাদের রবকে ডাকো। কেননা, তিনি ছাড়া জবাব দেওয়ার মতো উত্তম আর কেউ নেই।'

৪২. সুরা আল-আরাফ, ৭ : ৪১।
৪৩. সুরা গাফির, ৪০ : ৪৯-৫০।

ফলে তারা বলবে :

رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ - رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ

'হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা দুর্ভাগ্যের হাতে পরাভূত ছিলাম এবং আমরা ছিলাম বিভ্রান্ত জাতি। হে আমাদের পালনকর্তা, এ থেকে আমাদের উদ্ধার করুন; আমরা যদি পুনরায় তা করি, তবে আমরা জালিম হব।'[৪৪]

قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ

'আল্লাহ বলবেন, "তোমরা ধিকৃত অবস্থায় এখানেই পড়ে থাকো এবং আমার সাথে কোনো কথা বলো না।"'[৪৫]

রব্বুল আলামিনের দুয়ার থেকে ফিরে আসার পর তারা আর কার কাছে যাবে? হ্যাঁ, তাদের তখন কিছুই করার থাকবে না। বিলাপ, ক্রন্দন, দুঃখ, আফসোস আর পরিতাপ করতে থাকবে।

দাউদ ﷺ বলেন, 'প্রভু হে, আপনার সূর্যের উত্তাপই তো আমার সহ্য হয় না, তাহলে আপনার জাহান্নামের উত্তাপ কীভাবে সহ্য করব?'

আহমাদ বিন হারব ﷺ বলেন, 'একজন মানুষ সূর্যের তাপের চেয়েও ছায়াকে প্রাধান্য দেয়; তবুও জাহান্নামের ওপর জান্নাতকে প্রাধান্য দেয় না।'

প্রিয় বোন, পথভ্রষ্টদের অবস্থাটা একটু চিন্তা করো। যারা তাদের পথভ্রষ্ট করেছে, তাদের লক্ষ্য করে বলবে : (لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ) 'তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মুমিন হতাম।'[৪৬] ওরা ভ্রষ্টতার ভার ভ্রষ্টকারীদের ওপর চাপাতে চাইবে। কিন্তু তারা কিছুতেই সেই ভার নিতে চাইবে না। বরং সাথে সাথে বলবে :

.....

৪৪. সুরা আল-মুমিনুন, ২৩ : ১০৬-১০৭।
৪৫. সুরা আল-মুমিনুন, ২৩ : ১০৮।
৪৬. সুরা সাবা, ৩৪ : ৩১।

أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ

'তোমাদের কাছে হিদায়াত আসার পর আমরা কি তোমাদের বাধা দিয়েছিলাম? বরং তোমরাই তো ছিলে অপরাধী।'[৪৭]

হ্যাঁ। আমরা তোমাদের সামনে হারাম কাজকে সুশোভিত করে তুলে ধরেছি; কিন্তু তোমাদের তো সেটা করতে বাধ্য করিনি। অনৈতিক, অশ্লীল ও নির্লজ্জ পোশাক তোমাদের সামনে পেশ করেছিলাম; কিন্তু তোমাদের তো তা পরিধান করতে বাধ্য করিনি। বরং তোমরা নিজেরাই সেগুলো কিনে পরিধান করেছ। উভয় শ্রেণির মাঝে এই নিয়ে দীর্ঘ বিতর্কের সৃষ্টি হবে। সকলেই জানে এই বিতর্ক কোনো কাজে আসবে না। কেননা, ফায়সালা যা হওয়ার হয়ে গেছে। একপর্যায়ে বিবাদ-বিতর্ক শেষ হয়ে সকলেই চুপ হয়ে যাবে। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ

'তারা যখন শাস্তি দেখবে, তখন মনের অনুতাপ মনেই রাখবে।'[৪৮]

এ সময় ইবলিস দাঁড়িয়ে তার বক্তব্য পেশ করবে :

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ

'যখন সব কাজের ফায়সালা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে, "নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সত্য ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছি, অতঃপর তা ভঙ্গ করেছি।"'[৪৯]

এটি তাদের প্রতি শয়তানের অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক একটি আঘাত। যার প্রত্যুত্তর দিতে পারবে না তারা। কিন্তু কিছুই করার নেই। সময় ফুরিয়ে গেছে। এরপর সে বলবে :

.....

৪৭. সুরা সাবা, ৩৪ : ৩২।
৪৮. সুরা সাবা, ৩৪ : ৩৩।
৪৯. সুরা ইবরাহিম, ১৪ : ২২।

وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي

'তোমাদের ওপর তো আমার কোনো ক্ষমতা ছিল না; কিন্তু এতটুকু যে, আমি তোমাদের আহ্বান করেছিলাম, অতঃপর তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে।'[৫০]

এরপর তারা তার আনুগত্য করার নিন্দা জ্ঞাপন করে বলবে :

فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

'অতএব তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করো না এবং নিজেদেরকেই ভর্ৎসনা করো। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্যকারী নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্যকারী নও। ইতিপূর্বে তোমরা আমাকে যে আল্লাহর শরিক করেছিলে, আমি তা অস্বীকার করি। নিশ্চয় যারা জালিম, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।'[৫১]

এভাবেই সে অনুসারীদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। অথচ সেই তাদের মিথ্যা ওয়াদা দিয়েছিল, আশা দিয়েছিল এবং প্রবঞ্চনা দিয়েছিল। কিন্তু এখন না সে তাদের শাস্তি হটাতে পারবে, না তারা তার শাস্তি হটাতে পারবে!

হায়, অপরাধীরা কতই না আফসোস করতে থাকবে! অবাধ্যরা কতই না পরিতাপ করে বেড়াবে! যা কখনো শেষ হওয়ার নয়। তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে চাও আবার পরকালে সম্মান বৃদ্ধিও কামনা করো। ওহে, বিপরীত দুই জিনিসের সমন্বয় তো অসম্ভব। তাই চিরস্থায়ী জিনিসটির জন্য অস্থায়ী জিনিসটিকে ছেড়ে দাও। পদস্খলনের ব্যাপারে সতর্ক থাকো, পরিতাপের আগেই তার দুয়ার বন্ধ করে দাও এবং বার্ধক্যের পূর্বেই যৌবনকে গনিমত মনে করো।

.....

৫০. সুরা ইবরাহিম, ১৪ : ২২।

৫১. সুরা ইবরাহিম, ১৪ : ২২।

আল্লাহ তাআলা আমাদের এবং তোমাদের লাভবান ও সৌভাগ্যবানদের দলভুক্ত করুন, যেদিন ভ্রান্তবাদীরা হতভাগা হয়ে পড়বে এবং পরিতাপকারীরা পরিতাপ করতে থাকবে। নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালক তো সকল নিয়ামতের অধিপতি এবং বিপদ দূর করার একমাত্র ক্ষমতাবান সত্তা।

আমার বোন, মৃত্যুর পর শয়তান তোমার থেকে দায়মুক্তি ঘোষণা করার আগেই এখনই কি তোমার এসব কথিত স্বাধীনতা, ফ্যাশন, সাজ-সৌন্দর্য প্রদর্শনী প্রতিযোগিতার জগৎ থেকে দায়মুক্তির ঘোষণা করার সময় হয়নি? আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ - وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ

'অনুসৃতরা যখন অনুসরণকারীদের থেকে আলাদা হয়ে যাবে এবং যখন আজাব প্রত্যক্ষ করবে আর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তাদের পারস্পরিক সমস্ত সম্পর্ক এবং অনুসারীরা বলবে, "কতই না ভালো হতো, যদি আমাদেরকে পৃথিবীতে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হতো, তাহলে আমরাও তাদের প্রতি তেমনই আলাদা হয়ে যেতাম, যেমন তারা আমাদের থেকে আলাদা হয়ে গেছে। এভাবেই আল্লাহ তাআলা তাদের দেখাবেন তাদের কৃতকর্ম তাদের অনুতপ্ত করার জন্য। অথচ তারা কস্মিনকালেও আগুন থেকে বের হতে পারবে না।'[৫২]

হে আমার বোন, আমার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার এই বাণী উচ্চারণ করো :

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ - مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ

৫২. সুরা আল-বাকারা, ২ : ১৬৬-১৬৭।

'বলো, "আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হতে ভয় পাই; কেননা, আমি একটি মহাদিবসের শাস্তিকে ভয় করি।" যার কাছ থেকে ওই দিন এ শাস্তি সরিয়ে নেওয়া হবে, তার প্রতি আল্লাহর অনুকম্পা হবে। এটাই বিরাট সাফল্য।'[৫৩]

হে বোন, পুলসিরাতের নিদারুণ দৃশ্যের কথা কল্পনা করো

এরপর মানুষকে পুলসিরাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। এটি হলো জাহান্নামের পৃষ্ঠের ওপর স্থাপিত দীর্ঘ একটি সেতু। যা তরবারির চেয়েও ধারালো এবং চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম। এই বিষয়ে আবু সাইদ খুদরি ﷺ থেকে সহিহ মুসলিমে বর্ণিত স্পষ্ট হাদিস রয়েছে।

সুতরাং যে ব্যক্তি ইহকালে সিরাতে মুসতাকিমের ওপর চলে, তার জন্য পরকালের পুলসিরাত হালকা হয়ে যায় এবং পার হওয়া সহজ হয়ে যায়। কিন্তু যে দুনিয়াতে সিরাতে মুসতাকিমের থেকে এদিক সেদিক নড়ে যায়, সে বাধাপ্রাপ্ত হবে এবং নিচে পড়ে যাবে। অতএব হে বোন, যখন এই সূক্ষ্ম পুলসিরাত দৃষ্টিগোচর হবে, তখন অন্তরে কতখানি ভয় আর শঙ্কা অনুভূত হবে, তা এখনই চিন্তা করো।

ভাবো, তুমি এখন পুলসিরাতের ওপর দাঁড়িয়ে আছ। নিচের দিকে তাকালেই দেখা যাচ্ছে ঘুটঘুটে কালো জাহান্নাম। কানে গর্জন করে ভেসে আসছে জাহান্নামের হুংকার। চলতে চলতে দেহটা দুর্বল হয়ে আসছে, দুর্বলতা এবং অন্তরের নাজুক অবস্থার কারণে আর পা চলছে না। পাদুটো যেন ক্রমেই প্রকম্পিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে কেউ যেন পিঠে বিশাল বোঝা চাপিয়ে দিয়ে হাঁটতে দিচ্ছে না এবং জমিনের সাথে লেপটে দিচ্ছে বারবার। এর ওপর পুলসিরাতের ক্ষুরধার তীক্ষ্ণতা তো আছেই। সামনেই বহু মানুষ পিছলে পড়ে যাচ্ছে জাহান্নামের অতল গভীরে। অনেকেই লোহার হুক ও আংটার সাথে হোঁচট খাচ্ছে। যাদের কান্না আর আর্তনাদের মুহুর্মুহু আওয়াজ কানে এসে

৫৩. সুরা আল-আনআম, ৬ : ১৫-১৬।

বাড়ি খাচ্ছে। আবার কেউ মুহূর্তেই উলটে পড়ে যাচ্ছে, কেউ বা অধোমুখী হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে জাহান্নামের কালো আঁধারে। এসব করুণ আর নিদারুণ দৃশ্য দেখে যখন ধারালো পুলসিরাতের ওপর একটি পা রেখেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তখন দ্বিতীয় পা কীভাবে ওঠাবে?

কী ভয়ংকর দৃশ্যই না সৃষ্টি হবে তখন! কত কঠিন চড়াই-উতরাই পাড়ি দিতে হবে তখন! করুণ দৃশ্য দেখে তুমি ডানে তাকাবে, বামে তাকাবে, আশেপাশের অন্যদের অবস্থা দেখবে, তোমার সামনেই তারা জাহান্নামে হারিয়ে যাচ্ছে। এদিকে নবিগণ পর্যন্ত বলছেন, (اللهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ) 'হে আল্লাহ, আপনি (আমাকে) নিরাপদ রাখুন, আপনি (আমাকে) নিরাপদ রাখুন।'[৫৪] তাহলে এবার চিন্তা করো, এমন মুহূর্তে যদি তোমার পা পিছলে যায়, তখন কি অনুতাপ কোনো কাজে দেবে? না, কখনোই না। আল্লাহ বলেন :

يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى - يَقُولُ يَالَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي

'সেদিন মানুষ স্মরণ করবে; কিন্তু এই স্মরণ তার কী কাজে আসবে?" সে বলবে, "হায়, এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্রে প্রেরণ করতাম!"'[৫৫]

আমার, তোমার এবং সকল মুসলিমের জন্য ইহকাল ও পরকালে আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। তিনি যেন পুলসিরাতে আমাদের কদমগুলোকে অটল রাখেন এবং যারা বিজলি, চোখের পলক কিংবা বাতাসের গতিতে পুলসিরাত পার হবে, আমাদের যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। আমিন।

আবারও চিন্তা করো প্রিয় বোন। পরকাল হয়তো চিরস্থায়ী নিয়ামতের জান্নাত, নয়তো চিরস্থায়ী যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির জাহান্নাম। আল্লাহ তাআলা বলেন :

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ

.....

৫৪. সহিহুল বুখারি : ৮০৬, সহিহ মুসলিম : ১৮২।
৫৫. সুরা আল-ফাজর, ৮৯ : ২৩-২৪।

'জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান হতে পারে না। যারা জান্নাতের অধিবাসী, তারাই সফলকাম।'[৫৬]

আল্লাহর কাছে মিনতি, তিনি যেন আমাদের জান্নাতবাসী করেন।

বোন আমার, পরকালের বাস্তবতা ও কঠিন অবস্থার কথা জেনেও এখনো কি সময় হয়নি আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের?

এক পাপাচারী নারীর গল্প শোনো। এক নারী রবি বিন খুসাইম ﵀-কে ফুসলাতে চাইল। তাই উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে মহিলাটি একাকী জায়গা পেয়ে রবি বিন খুসাইমের সামনে নিজেকে পেশ করল এবং নিজেকে আকর্ষণীয়ভাবে উন্মুক্ত করতে শুরু করল। রবি বিন খুসাইম মহিলাটির দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল, 'হে আল্লাহর বান্দি, যদি এই মুহূর্তে তোমার সামনে মালাকুল মওত এসে হাজির হয়, রুহ কবজ করে নেয়, তখন কী অবস্থা হবে তোমার? অথবা মৃত্যুর পর যখন মুনকার-নাকির প্রশ্ন করবে, কী বলবে তখন? কীভাবে দাঁড়াবে হাশরের ময়দানে আল্লাহর সামনে? যদি এই পাপ থেকে তাওবা না করেই মারা যাও এবং এর কারণে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে হয়, তখন কী অবস্থা হবে তোমার?'

তিনি যখন মহিলাটিকে মৃত্যু ও মৃত্যুপরবর্তী ভয়াবহতার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং মুনকার-নাকিরের প্রশ্নপর্ব ও আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার দৃশ্য তুলে ধরলেন, তখন মহিলাটি দৌড়ে পালিয়ে গেল এবং আল্লাহর কাছে তাওবা করে ভালো হয়ে গেল। পরবর্তী সময়ে মহিলাটি এতটাই ইবাদত করতে শুরু করল যে, দিনের বেলা রোজা রাখত এবং রাতের বেলা সালাত আদায় করত। যার ফলে তাকে কুফার আবিদা নামে আখ্যায়িত করা হয়।

হে বোন, যদি জান্নাত আর জাহান্নামের বাস্তবতা দেখতে, যদি এক মুহূর্তের জন্য জান্নাত দেখতে পেতে কিংবা জাহান্নামের সামান্য শাস্তি অবলোকন করতে পারতে, অথবা কবরের অন্ধকারে যদি একটা দিন থাকতে, তাহলে তোমার অবস্থাই পরিবর্তন হয়ে যেত।

.....

৫৬. সুরা আল-হাশর, ৫৯ : ২০।

যদি আল্লাহ রব্বুল আলামিন মানুষের সামনে এক মুহূর্তের জন্য দর্শন দিতেন, যদি সামান্য চোখের পলক পরিমাণ সময় মানুষ জান্নাত-জাহান্নাম দেখতে পেত, তাহলে অনবরত ইবাদত করতে করতে জীবন শেষ করে দিত। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টায় প্রতিযোগিতা করত। কিন্তু আল্লাহ তাআলা বান্দাদেরকে অদৃশ্যের প্রতি ইমান বিষয়ে পরীক্ষা করতে চান।

তাবারানি ﵀ আবু মালিক আশআরি ﵁ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসুল ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :

قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ثَلَاثُ خِلَالٍ غَيَّبْتُهُنَّ عَنْ عِبَادِي، لَوْ رَآهُنَّ رَجُلٌ مَا عَمِلَ سُوءًا: لَوْ كَشَفْتُ غِطَائِي حَتَّى يَرَانِي فَيَسْتَيْقِنَ وَيَعْلَمَ كَيْفَ أَفْعَلُ بِخَلْقِي إِذَا أَمَتُّهُمْ وَقَبَضْتُ السَّمَاوَاتِ بِيَدِي، ثُمَّ قَبَضْتُ الْأَرْضَ، ثُمَّ قُلْتُ: أَنَا الْمَلِكُ، مَنِ الَّذِي لَهُ الْمُلْكُ دُونِي؟ ثُمَّ أُرِيهِمُ الْجَنَّةَ وَمَا أَعْدَدْتُ لَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ فَيَسْتَيْقِنُونَهَا، وَأُرِيهُمُ النَّارَ وَمَا أَعْدَدْتُ لَهُمْ مِنْ كُلِّ سُوءٍ فَيَسْتَيْقِنُونَهَا، وَلَكِنْ عَمْدًا غَيَّبْتُ [ذَلِكَ] عَنْهُمْ، لِأَعْلَمَ كَيْفَ يَعْمَلُونَ وَقَدْ بَيَّنْتُهُ لَهُمْ

'আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমি তিনটি বস্তু আমার বান্দা থেকে গোপন রেখেছি। যদি তা কোনো ব্যক্তি দেখত, তবে মন্দ কাজ করত না। যদি আমার পর্দা খুলে ফেলতাম, তবে সে আমাকে দেখত এবং বিশ্বাস করত। এবং জানত যে, আমি আমার সৃষ্টির সাথে কীরূপ ব্যবহার করি। যখন আমি আসমান-জমিনকে মুঠে নেব আর বলব যে, "আমি বাদশাহ। আমি ছাড়া আর কে আছে এর মালিক?" অতঃপর আমি তাদেরকে জান্নাত দেখাব এবং ওই সব উত্তম বস্তু অবলোকন করাব, যা তাদের জন্য তাতে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তারা বিশ্বাস করবে। এরপর আমি তাদেরকে জাহান্নাম দেখাব এবং ওই সব খারাপ বস্তু দেখাব, যা তাদের জন্য তৈরি করেছি। অতঃপর তারা বিশ্বাস করবে। তবে আমি ইচ্ছে করে তাদের থেকে এসব বিষয় গোপন করেছি; যাতে আমি জানি, তারা

কী আমল করে। আর আমি তা তাদের বলে দিয়েছি।'[৫৭]

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, আজ আমাদের মাঝে সেই বিশ্বাস নেই। ইয়াকিন বা বিশ্বাস না থাকার কারণে যা হওয়ার তা-ই হচ্ছে বর্তমানে। আমরা কেবল মুখের কথাতেই দ্বীন চর্চা করি। মানুষকে জান্নাতের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে; কিন্তু সকলেই ঘুমে বিভোর। জাহান্নাম থেকে তাদের ভয় দেখানো হয়েছে; কিন্তু সবাই পাপের সাগরে এখনো ডুবে আছে। কিছু মহিলার অবস্থার মতো আমাদের অবস্থা। তারা জানে খোলামেলা বাইরে বের হওয়া হারাম এবং আল্লাহ রাগান্বিত হন। তা ছাড়া তারা এও জানে যে, এমনটা হারাম। কিন্তু তবুও দিব্যি বেপর্দায় বাইরে বের হচ্ছে। কী হবে আমাদের! মৃত্যুকে বিশ্বাস করি; কিন্তু মৃত্যুর জন্য কোনো প্রস্তুতি নেই। জান্নাতে বিশ্বাস করি; কিন্তু জান্নাতে যাওয়ার মতো আমলকারী কাউকে খুঁজে পাই না। জাহান্নামের ব্যাপারে পূর্ণ ইয়াকিন লালন করি; কিন্তু জাহান্নামকে কেউ ভয় পাই না।

সুতরাং হে মুসলিম বোন, তুমি তো জানো, আল্লাহ ছাড়া প্রতিটি প্রাণ-আত্মার মৃত্যু নিশ্চিত এবং একদিন তোমারও জীবনের শেষ মুহূর্ত এসে উপস্থিত হবে। হয়তো এমন এক সকাল আসবে, যার পর আর সন্ধ্যা আসবে না। কিংবা এমন এক সন্ধ্যা যাপন করবে, যার পর আর সকাল হবে না তোমার। এমনই ভীতিকর ঘটনা ঘটে যাবে যেকোনো দিন। তুমি তো জানো, মৃত্যু পরকালের দরজাতুল্য। আর মৃত্যুর পর মানুষের জন্য হয়তো চিরস্থায়ী নিয়ামতের জান্নাত অপেক্ষমাণ, নয়তো চিরস্থায়ী শাস্তির জাহান্নাম। সুতরাং তুমিই বলো, এখন তোমার কী করণীয়? উত্তরটা তোমার ওপরই ছেড়ে দিলাম। আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি যেন তোমাকে সঠিক উত্তর বের করার তাওফিক দান করেন।

.....

৫৭. মুসনাদুশ শামিয়িন লিত তাবারানি : ১৬৭০, আল-মুজামুল কাবির : ৩৪৪৭। উক্ত হাদিসে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা বান্দা থেকে এমন তিনটি বস্তু গোপন রেখেছেন, যা বান্দা দেখলে মন্দ কাজ করত না, তবে তিনি সেগুলোর কথা বলে দিয়েছেন। তা হলো, কিয়ামতের অবস্থা, জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থা।

১. হে বোন, তোমার অভিশপ্ত হওয়া আমি মানতে পারি না

নবিজি ﷺ বলেছেন :

سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، عَلَى رُءُوسِهِنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ، الْعَنُوهُنَّ؛ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ

'অচিরেই আমার শেষ জমানার উম্মতের মধ্যে এমন মহিলার আবির্ভাব হবে, যারা কাপড় পরিহিত উলঙ্গ, যাদের মাথা (চুলের অবস্থা) উটের কুঁজের মতো হবে। তোমরা তাদের অভিশাপ করো। কারণ, তারা অভিশপ্তা।[৫৮]

হাদিসে উল্লেখিত (بُخْت) দ্বারা বিশেষ একপ্রকার উটকে বোঝায়। আর আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত হওয়াকে (لَعْن) বলে।

ইবনে আব্দুল বার ﷺ 'তানবিরুল হালিক' গ্রন্থে বলেন, 'উক্ত হাদিসের ভাষ্যে রাসুল ﷺ সেসব নারীর উদ্দেশ্য করেছেন, যারা হালকা-পাতলা পোশাক পরিধান করে; যার ফলে শরীর পরিপূর্ণ আবরিত হয় না; বরং দেহের বিভিন্ন অংশ বোঝা যায়। তাই তারা দেখতে কাপড়-পরিহিত হলেও বাস্তবে বিবস্ত্র।'[৫৯]

২. হে বোন, তোমার মুনাফিকদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হওয়া আমার সহ্য হয় না

বাইহাকি ﷺ সহিহ সনদে আবু উজাইনা আস-সাদাফি ﷺ-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসুল ﷺ বলেছেন :

خَيْرُ نِسَائِكُمُ الْوَدُودُ الْوَلُودُ الْمُوَاتِيَةُ الْمُوَاسِيَةُ، إِذَا اتَّقَيْنَ اللهَ، وَشَرُّ نِسَائِكُمُ الْمُتَبَرِّجَاتُ الْمُتَخَيِّلَاتُ وَهُنَّ الْمُنَافِقَاتُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْهُنَّ، إِلَّا مِثْلُ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ

৫৮. আল-মুজামুল আওসাত : ৯৩৩১।
৫৯. তানবিরুল হালিক : ৩/১০৩।

'তোমাদের শ্রেষ্ঠ নারী সে, যে প্রেমময়ী, অধিক সন্তানদাত্রী, যে (স্বামীর) সহমত অবলম্বন করে, (স্বামীকে বিপদাপদ ও দুঃখ-শোকে) সান্ত্বনা দেয় এবং সেই সাথে আল্লাহর ভয় রাখে। আর তোমাদের সবচেয়ে খারাপ নারী তারা, যারা বেপর্দায় চলে, অহংকারী, তারা কপট নারী, তাদের মধ্যে লাল রঙের ঠোঁট ও পা-বিশিষ্ট কাকের মতো (বিরল) সংখ্যক নারী জান্নাতে যাবে।'[৬০]

(الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ) হলো, লাল ঠোঁট ও পা-বিশিষ্ট কাক। এগুলোর সংখ্যা খুবই কম। তাই এর দ্বারা রাসুল ﷺ বোঝাতে চেয়েছেন, এ ধরনের নারীরা খুব কমই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

৩. হে বোন, আমি চাই না তুমি প্রকাশ্য গুনাহকারী হও

সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, নবিজি ﷺ বলেছেন :

كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ

'আমার উম্মতের প্রত্যেকেই ক্ষমার যোগ্য, তবে যারা প্রকাশ্যে গুনাহ করে তারা ব্যতীত।'[৬১]

আচ্ছা বলো তো, নারীদের খোলামেলা ও বেপর্দায় রাস্তায় বের হওয়ার চেয়ে আর বড় প্রকাশ্য গুনাহ কী হতে পারে?

সহিহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, রাসুল ﷺ বলেছেন :

وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ

'রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়াও সদাকা।'[৬২]

হে বোন, তুমি কি এখনো রাসুল ﷺ-এর এমন মহিমান্বিত বাণী অনুধাবন না করে পড়ে থাকবে? যদি রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া রাসুল

.....

৬০. আস-সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি : ১৩৪৭৮।
৬১. সহিহুল বুখারি : ৬০৬৯।
৬২. সহিহু মুসলিম : ১০০৯।

নির্দেশিত ইমানের অংশ হয়ে থাকে, তবে সবচেয়ে বড় কষ্ট কী হতে পারে? রাস্তায় পড়ে থাকা পাথর বা কাঁটা? নাকি হৃদয়-বিধ্বংসী পাপাচার এবং মুমিনদের মাঝে ফিতনা ছড়িয়ে পড়া?

কান খুলে শোনো, আজ যে যুবক তোমার দ্বারা এমন ফিতনায় নিপতিত হলো, যা তাকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল করে ফেলে, সিরাতে মুসতাকিম থেকে বাধাগ্রস্ত করে, তাহলে তোমার উচিত তাকে নিরাপদ রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা। নচেৎ ভবিষ্যতে আল্লাহ তাআলা তোমাকে কঠিনভাবে পাকড়াও করবেন। অতএব সময় থাকতে তাওবা করো এবং পর্দায় আবৃত হও। যাতে তোমার দ্বারা কোনো যুবক ফিতনায় না পড়ে এবং তোমার ও তার ইমানের হিফাজত হয়।

৪. হে বোন, আমি চাই না তুমি এমন কোনো অস্ত্র বা হাতিয়ার হও, যা দ্বারা ইসলামের শত্রুরা ইসলামকে ধ্বংস করতে চায়

ওরা, যারা তোমাকে উন্মুক্ত হয়ে চলাফেরা, খোলামেলা ও বেপর্দার প্রতি আহ্বান করে, তাদের ডাকে তোমাকে সাড়া দিতে দেখে এবং ক্ষমাশীল প্রভু থেকে বিমুখ হতে দেখে আমি বরাবরই বিস্মিত হই। বর্তমানে তুমি এক তীব্র যুদ্ধ ও ধোঁকার মায়াজালের সম্মুখীন। যা ইসলামের শত্রুরা নিয়ন্ত্রণ করছে। তোমাকে পর্দার সুদৃঢ় দুর্গ থেকে বের করে এই ভয়াবহ যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

জনৈক ব্যক্তি বলেন, 'সুন্দরী মেয়ে আর মদের পেয়ালা উম্মতে মুহাম্মাদিকে এতটাই আক্রমণ করতে পারে, যা একশ কামান মিলেও করতে পারে না। এগুলো পুরো জাতিকে বস্তুপ্রেম ও প্রবৃত্তির সাগরে ডুবিয়ে দেয়।'

গ্ল্যাডস্টোন বলেছে, 'নারীদের চেহারা থেকে হিজাব সরিয়ে তা দিয়ে কুরআন ঢেকে রাখার আগ পর্যন্ত কখনো প্রাচ্যের অবস্থা স্থির হবে না।'

আন্না মিলিগান বলেছে, 'মুসলিম নারীদের খোলামেলা বাইরে বের করে আনার চেয়ে ইসলাম ধ্বংসের আর সংক্ষেপ কোনো পথ নেই।'

জনৈক প্রগতিশীল দায়ি বলেছে, 'ইমান তো অন্তরে আছে। কেবল মুখ ঢাকার মধ্যে ইমান নেই।'

অপর একজন বলেছে, 'হিজাব খুলে ফেলো। খোলামেলা বাইরে চলাফেরা করো। নিকাব সরিয়ে ফেলো। হিজাব পরিধানের যুগ বহু আগে অতীত হয়ে গেছে। এখন আর হিজাবের সময় নেই।'

হে বোন, সচেতন হও। এসব চকচকে বিজ্ঞাপন দেখে ধোঁকায় পড়ো না। আল্লাহর ক্ষমা ও আসমান-জমিন সমান বিস্তৃত জান্নাতের দিকে প্রতিযোগিতা করো। যা তৈরি করা হয়েছে মুত্তাকিদের জন্য। বিতাড়িত শয়তানের দুর্গ ভেঙে গুড়িয়ে দাও এবং আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমে উড়িয়ে দাও। পরিপূর্ণ হিজাব আঁকড়ে ধরো। রব্বুল আলামিনের আনুগত্য করো এবং সর্বদা এই আয়াতের মর্ম স্মরণ করো। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

'আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোনো কাজের আদেশ করলে কোনো ইমানদার পুরুষ ও ইমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই।'[৬৩]

বোন আমার, মনে রেখো, ইহুদিরা ভালোভাবেই জানে এই অস্ত্র সম্পর্কে। তাদের প্রধান অস্ত্র হলো নারীর ফিতনা। এটি এতটাই মারাত্মক ফিতনা, যা যুবসমাজকে ধ্বংস করে দেয়। এই ফিতনায় যুবকরাই বেশি পড়ে। অতীতে এমনটাই ঘটেছে বারবার।

ইমাম মুসলিম ﵀ আবু সাইদ খুদরি ﵁-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ

.....

৬৩. সুরা আল-আহজাব, ৩৩ : ৩৬।

'তোমরা দুনিয়ার (ধোঁকা) থেকে বাঁচো এবং নারীর (ফিতনা) থেকে বাঁচো। কেননা, বনি ইসরাইলের প্রথম ফিতনা নারীকে কেন্দ্র করেই হয়েছিল।'[৬৪]

বর্তমানেও ইসলামের শত্রুরা এবং পশ্চিমাদের শিক্ষা-দীক্ষায় বেড়ে ওঠা ভ্রষ্ট আলিমরা নারী স্বাধীনতার বুলি ছোড়ে। নারীদের পর্দা খুলে বাইরে বের হতে আহ্বান করে এবং প্রগতিশীলতার দাওয়াত দেয়।

ওরা মুসলিম নারীর পর্দা নিয়ে নানা কটূক্তি করে কথা বলে। এখানে কিছু তুলে ধরা হলো :

তারা বলে, 'তোমাদের হিজাব তো আস্ত একটা তাঁবু। যা ঘাড়ের সাথে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। পর্দা ঘনকালো অন্ধকারের মতো, যা পোশাকের মাঝে লুকিয়ে আছে।

নেকাব তো সেকেলে এবং অনেক প্রাচীন দিনের সিস্টেম। বর্তমানে খোলামেলা চলার মাঝেই রয়েছে উন্নতি আর সৌন্দর্য।'

নারী স্বাধীনতার কথা বলে তারা লিখেছে নানা পুস্তকও। যুবসমাজকে নষ্ট করতে নারীদের ঘর থেকে বাইরে বের করার জন্যও তাদের নীলনকশার শেষ নেই।

প্রিয় বোন আমার, ওরা তো ওদের ভ্রষ্টতা আর ধৃষ্টতা নিয়ে কুকুরের মতো জমিনের সাথে লেপটে পড়ে থাকা প্রাণীর মতো।

ওরা তোমাকে দেখে হিংসুক হায়েনার মতো চিৎকার করবে। কিন্তু তোমাকে ধৈর্য ধরতে হবে। যা সকল কষ্ট-কাঠিন্যকে সহজ করে দেবে।

তুমি তো নিষ্কলুষ, পবিত্র, পর্দার দ্বারা সুরক্ষিতা মুক্তার মতো। তোমার মাঝে আছে দৃঢ় সংকল্প, সততা ও পবিত্র যৌবন।

৬৪. সহিহ মুসলিম : ২৭৪২।

জাহান্নাম জালিমদের ঠিকানা। এটা তাদের শাস্তি। তোমার পর্দা নিয়ে তাদের এসব ছলচাতুরীর সবই আল্লাহ সেদিন প্রকাশ করে দেবেন।

যে হিজাব পরিধান করে, তার ঠিকানা তো জান্নাতুল মাওয়া। তা কতই না সুন্দর বাসস্থান!

হে আল্লাহ, আমাদের মা-বোনদের পর্দাবৃত হওয়ার শক্তি দিন। আমাদের ও তাদের জান্নাত নসিব করুন। আমিন।

রাসুল ﷺ আমাদেরকে ইসলামের শত্রুদের পথ অনুসরণ এবং তাদের আহ্বানে সাড়া দিতে সতর্ক করে গেছেন। তিনি স্পষ্ট বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর উম্মতের মধ্যে একটি শ্রেণি তৈরি হবে, যারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে এবং তাদের দেখানো পথে চলবে। তিনি ইরশাদ করেন :

«لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ»، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، اليَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: «فَمَنْ»

'অবশ্য অবশ্যই তোমরা তোমাদের আগের লোকদের নীতি-পদ্ধতিকে বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে অনুকরণ করবে; এমনকি তারা যদি দবের গর্তে ঢুকে, তাহলে তোমরাও তাদের অনুকরণ করবে।' আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল, এরা কি ইহুদি ও নাসারা?' তিনি বললেন, 'আর কারা?'[৬৫]

যে ব্যাপারে রাসুল ﷺ উম্মাহকে সতর্ক করে গেছেন, আজ আমাদের কিছু নারী তাতেই আটকে গেছে। তারা তাদের রবের নির্দেশনাকে পেছনে ছুড়ে ফেলেছে এবং বলেছে, 'আমরা শুনেছি; কিন্তু মানব না।' অতঃপর তাদের পেছন পেছন ছুটেছে, যারা কি না তাদের নিষ্কলুষতায় কলঙ্ক লেপন করে এবং পবিত্র আকিদা-বিশ্বাস ও উত্তম চরিত্র থেকে মুক্ত করে পাপের রাজ্যে ভাসাতে চায়। এদের উদ্দেশে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

.....

৬৫. সহিহুল বুখারি : ৭৩২০।

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

'যে কেউ রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলিমের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ওই দিকেই ফেরাব, যেদিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান।'[৬৬]

মুহাম্মাদ বিন আলি আত-তিরমিজি ﵀ যেই উপদেশ দিয়েছিলেন, তোমার প্রতি আমারও একই উপদেশ। তিনি বলেছেন, 'তোমার ধ্যান-খেয়াল ও চিন্তাভাবনায় তাঁকেই রাখো, চোখের একটি পলকও যাঁর দৃষ্টির আড়াল হতে পারে না। তোমার সকল কৃতজ্ঞতা তাঁর তরেই জ্ঞাপন করো, এক মুহূর্তের জন্যও যাঁর নিয়ামত থেকে তুমি বঞ্চিত থাকো না। পরিপূর্ণ আনুগত্য তাঁরই করো, যাঁর থেকে তুমি সামান্য সময়ের জন্যও অমুখাপেক্ষী নও। তাঁর কাছেই নত হও, যাঁর রাজত্ব আর ক্ষমতা চিরস্থায়ী।'

৫. হে বোন, জাহিলি যুগের মতো তোমার প্রকাশিত হওয়ার প্রতি আমি সন্তুষ্ট নই

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

'তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে, অজ্ঞতা যুগের অনুরূপ নিজেদের প্রদর্শন করবে না।'[৬৭]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসিরে সাদিতে বলা হয়েছে :

আইয়ামে জাহিলিয়ার মানুষের মতো তোমরা খোলামেলাভাবে, সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে কিংবা সুগন্ধি ব্যবহার করে বাইরে বের হয়ো না। যাদের দ্বীন-ধর্ম ও

৬৬. সুরা আন-নিসা, ৪ : ১১৫।
৬৭. সুরা আল-আহজাব, ৩৩ : ৩৩।

ইলম বলতে কিছুই ছিল না। রাসুল ﷺ এভাবে বের হওয়াকে শিরক, জিনা ও চুরির এবং আল্লাহর ক্রোধ আনয়নকারী এমন অন্যান্য গুনাহের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। ইমাম আহমাদ ﷺ আব্দুল্লাহ বিন আমর ﷺ-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'একদিন উমাইমা বিনতে রুকাইকা রাসুল ﷺ-এর কাছে ইসলামের ওপর বাইআত গ্রহণ করতে আসলেন। তখন তিনি বলেছেন :

أُبَايِعُكِ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكِي بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقِي وَلَا تَزْنِي، وَلَا تَقْتُلِي وَلَدَكِ، وَلَا تَأْتِي بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِينَهُ بَيْنَ يَدَيْكِ وَرِجْلَيْكِ، وَلَا تَنُوحِي، وَلَا تَبَرَّجِي تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

'আমি তোমার থেকে এ কথার ওপর বাইআত নিচ্ছি যে, তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না, চুরি করবে না, জিনা করবে না, তোমার সন্তানকে হত্যা করবে না, কারও প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেবে না, বিলাপ করবে না এবং অজ্ঞতা যুগের অনুরূপ নিজেদের প্রদর্শন করবে না।'"[৬৮]

প্রিয় বোন, ভেবো না, আজকালকার মেয়েদের মতো জাহিলি যুগের মেয়েরাও অর্ধনগ্ন হয়ে বাইরে বের হতো; কিংবা ছোট পোশাক পরিধান করত; অথবা নিজেকে সুশোভিত করে আকর্ষণীয়ভাবে প্রদর্শন করত। বরং জাহিলি যুগের শুরুর দিকের নারীদের ব্যাপারে ছয়টি মন্তব্য প্রচলিত আছে। যেগুলোর চেয়ে আজকের নারীদের অবস্থা আরও বহুগুণ নাজুক। ছয়টি বক্তব্য ইবনুল জাওজি ﷺ 'জাদুল মাসির' নামক গ্রন্থে এভাবে তুলে ধরেছেন :

প্রথম বক্তব্য : মুজাহিদ ﷺ বলেন, 'তখনকার নারীরা বাইরে বের হয়ে পুরুষদের সামনে দিয়ে হেঁটে যেত। এটাই ছিল তাদের (تَبَرُّج) বা বাইরে বের হওয়া।'

দ্বিতীয় বক্তব্য : কাতাদা ﷺ বলেন, 'তারা প্রেমের ভান করে হেলেদুলে হাঁটত।'

.....

৬৮. মুসনাদু আহমাদ : ৬৮৫০।

তৃতীয় বক্তব্য : ইবনে আবু নুজাইজ বলেন, 'তারা অহমিকা দেখিয়ে চলাফেরা করত।'

চতুর্থ বক্তব্য : কালবি ﵀ বলেন, 'ইবরাহিম ﵇-এর সময়ে এক নারী মণিমুক্তাখচিত বর্ম পরিধান করত। তার পরনে এ ছাড়া আর কিছুই থাকত না। এটি পরিধান করে সে রাস্তার মাঝ দিয়ে হেঁটে বেড়াত। একেই পবিত্র কুরআনে (تَبَرُّج) বলা হয়েছে।'

পঞ্চম বক্তব্য : কাতাদা ﵀ বলেন, 'সে সময় নারীরা মাথার ওপর থেকে সোজা নিচের দিকে খিমার ঝুলিয়ে চলত। সেটিকে বেঁধে রাখত না। ফলে তার কানের দুল ও গলার হার দেখা যেত।'

ষষ্ঠ বক্তব্য : ফাররা বলেন, 'নারীরা তখন এমনভাবে পোশাক পরিধান করত, যা দ্বারা পুরো শরীর ঢাকা যেত না।'

ইমাম কুরতুবি ﵀ আরেকটু বৃদ্ধি করে বলেন, 'জাহিলিয়াতের প্রথম যুগে নারীরা প্রয়োজন ছাড়াও ঘর থেকে বের হতো। এইটুকুকেই পবিত্র কুরআনে (تَبَرُّج) বলে অভিহিত করা হয়েছে।'

এই বক্তব্যগুলোতে গভীর দৃষ্টি বুলালে বোঝা যায়, আগেকার নারীরা বাইরে বের হয়ে অধঃপতনের ততটুকু পর্যায়ে পৌঁছেনি, যতটুকু পৌঁছেছে আজকের নারীরা। বরং তারা যতটুকু পাপের সাথেই জড়িত ছিল, সাবধানে বাইরে বের হতো এবং নিজেকে সব সময় আবৃত রাখত।

বোন, তুমি নিম্নোক্ত হাদিসটির প্রতি লক্ষ করো। সহিহ বুখারিতে আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত আছে, নবিজি ﷺ বলেছেন :

غُفِرَ لِامْرَأَةٍ مُومِسَةٍ، مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكِيٍّ يَلْهَثُ، قَالَ: كَادَ يَقْتُلُهُ العَطَشُ، فَنَزَعَتْ خُفَّهَا، فَأَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا، فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ المَاءِ، فَغُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ

'এক ব্যভিচারিণীকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। সে একটি কুকুরের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। তখন সে দেখতে পেল কুকুরটি একটি কূপের পাশে বসে হাঁপাচ্ছে। পানির পিপাসা তাকে মুমূর্ষু করে দিয়েছিল। তখন সে নারী তার মোজা খুলে তার ওড়নার সাথে বাঁধল। অতঃপর সে কূপ থেকে পানি তুলল (এবং কুকুরটিকে পানি পান করালো)। এ কারণে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হলো।'[৬৯]

৬. হে বোন, আমি চাই না মিজানে তোমার পাপের পাল্লা ভারী হোক

আমি চাই না সেদিন তোমার পাপের পাল্লাটি নেকের পাল্লার চেয়েও ভারী হোক—যেদিন সবাই সামান্য আমলের জন্য হাহাকার করতে থাকবে। কেননা, খোলামেলা বাইরে বের হওয়ার দ্বারা ঘরে ফেরার বা হিজাব পরিধান করার আগ পর্যন্ত পাপের পাল্লায় চলমান বৈদ্যুতিক মিটারের মতো পাপ লিপিবদ্ধ হতে থাকে। অতএব হে মুমিন বোন, অসৎ দৃষ্টিগুলো থেকে নিজের পবিত্র দেহখানি হিফাজত করো এবং শালীনতার দুর্গে তাকে আবদ্ধ করো। যাতে কোনো অসৎ দৃষ্টির তিরবৃষ্টি তাতে আঘাত করতে না পারে। সুতরাং যে নারী নিজের দেহ দ্বারা পরপুরুষকে উপভোগের অনুমতি দেয়, কিংবা স্পর্শ করার সুযোগ দেয়, সে কখনো পবিত্র বা ভদ্র হতে পারে না। বরং পবিত্র তো সে-ই, যে তার পবিত্র দেহে কোনো অপবিত্র দৃষ্টির পলক পড়তে দেয় না।

ইমাম বুখারি ﵀ বর্ণনা করেছেন যে, নবিজি ﷺ বলেছেন :

رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِي الآخِرَةِ

'দুনিয়ার বহু পোশাক-পরিহিতা পরকালে বিবস্ত্র থাকবে।'[৭০]

অর্থাৎ কিছু কিছু নারী পোশাকের আধিক্য কিংবা ধনাঢ্যতার কারণে দুনিয়াতে পোশাক পরিধান করলেও পরকালে তাকে পোশাক-পরিহিতাদের কাতারে উত্থিত করা হবে না। কেননা, দুনিয়াতে সে এমন পোশাক পরিধান করেছে, যা দ্বারা তার শরীর পরিপূর্ণ ঢাকা হয়নি, কিংবা খাটো ও আঁটোসাঁটো পোশাক

.....

৬৯. সহিহুল বুখারি : ৩৩২১।

৭০. সহিহুল বুখারি : ৬২১৮।

পরিধান করেছে। অথবা তার আমলনামায় কোনো নেক আমলই ছিল না। তাই পরিপূর্ণ ও উপযুক্ত প্রতিদান হিসেবে পরকালে তাকে বিবস্ত্রদের কাতারে শামিল করা হবে।

সুতরাং সতর্ক হও হে বোন এবং দ্রুত নিজের দেহকে পর্দার আবরণে আবরিত করো। যাতে পরকালে আল্লাহ তাআলা তোমাকে পোশাক-পরিহিতাদের সাথে একত্রিত করেন।

দৃষ্টি আকর্ষণ :

বেপর্দায় চলে এমন এক যুবতি জনৈক শাইখের কাছে এসে আবেদন করল, তিনি যেন যুবকদেরকে যুবতিদের দিকে বিষাক্ত দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেন।

শাইখ যুবতিকে বললেন, 'আচ্ছা বলো তো, তোমার কাছে যদি গোশতের একটি খোলা পাত্র থাকে এবং পাত্রের আশেপাশে কুকুর চক্কর দিতে থাকে, তাহলে কী করবে তুমি?'

মেয়েটি বলল, 'আমি কুকুরগুলোকে তাড়ানোর জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাব।'

শাইখ বললেন, 'তাড়ানোর পরেও যদি তারা পুনরায় ফিরে আসে?'

মেয়েটি বলল, 'আমি পুনরায় তাদের তাড়া করব।'

শাইখ বললেন, 'এভাবে সফল হওয়া তোমার জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে। কিন্তু সহজ সমাধান হলো, গোশতের খোলা পাত্রটি ঢেকে ফেলো। তাহলে কুকুরগুলো ফিরে যাবে এবং গোশতে মুখ দিতে পারবে না। বুঝতে পেরেছ?'

৭. হে বোন, যারা আখিরাতের প্রতি উদাসীন হয়ে দুনিয়া নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে গেছে, আমি চাই না তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হও

প্রিয় বোন, যেই মেয়েরা পার্থিব দুনিয়া নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে গেছে, নিশ্চিন্তে দিনাতিপাত করছে, তুমি যেন তাদের মতো না হও। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা

এই ধরনের মানুষের নিন্দা করে বলেন :

أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ

'তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প।'[৭১]

রাসুল ﷺ দুনিয়ার নিয়ামতের স্বল্পতাকে আখিরাতের বিশাল নিয়ামতের সাথে তুলনা দিয়েছেন। সহিহ মুসলিমে এসেছে, রাসুল ﷺ বলেছেন :

«وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ - وَأَشَارَ يَحْيَى بِالسَّبَّابَةِ - فِي الْيَمِّ، فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجِعُ؟»

'আল্লাহর শপথ, আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার দৃষ্টান্ত এমনই, যেমন তোমাদের কেউ তার এ আঙুলটি—বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া এ সময় শাহাদাত আঙুল দ্বারা ইশারা করেছেন—সমুদ্রের মধ্যে ভিজিয়ে দেখল যে, কতটুকু পরিমাণ এতে পানি লেগেছে।'[৭২]

যদি কোনো মানুষ বিশাল সমুদ্রের মধ্যে আঙুল দেয়, অতঃপর উঠিয়ে আনে, তবে তার আঙুলের সাথে এক বা দুই ফোঁটা পানি লেগে থাকবে। এই পানির ফোঁটাগুলো দুনিয়ার নিয়ামতের মতো। আর অথৈ সমুদ্রের সুবিশাল জলরাশি পরকালের নিয়ামতের মতো।

প্রিয় বোন, সুতরাং তুমি তাদের দলভুক্ত হোয়ো না, যারা সামান্য বিশাল সমুদ্র ছেড়ে সমুদ্রের এক-দুই ফোঁটা পানি নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে গেছে এবং চিরস্থায়ী নিয়ামত ছেড়ে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাআলাও সে হতভাগাদের কথা পবিত্র কুরআনে তুলে ধরেছেন, যারা চিরস্থায়ী পরকালকে বাদ দিয়ে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার নিয়ামত নিয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে। সুতরাং তুমি সতর্ক থাকো। যাতে তাদের দলভুক্ত হতে না হয়। তিনি ইরশাদ করেন :

.....

৭১. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ৩৮।

৭২. সহিহ মুসলিম : ২৮৫৮।

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا - وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى

'বস্তুত তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও; অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।'[৭৩]

كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ - وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ

'কখনো না; বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে ভালোবাসো এবং পরকালকে উপেক্ষা করো।'[৭৪]

مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ

'তোমাদের কারও কাম্য ছিল দুনিয়া আর কারও বা কাম্য ছিল আখিরাত।'[৭৫]

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ - حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ

'প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের ভুলিয়ে রেখেছে; এমনকি তোমরা কবরস্থানে পৌঁছে যাও।'[৭৬]

অর্থাৎ দুনিয়ার ভালোবাসা, ভোগবিলাস ও সাজশোভা তোমাদের আখিরাত অন্বেষণ থেকে বিমুখ করে রেখেছে। আর তোমাদের এই অবস্থা এতটাই দীর্ঘ হয়েছে যে, মৃত্যু হয়ে কবর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছ; তবুও তোমাদের এই অবস্থার পরিবর্তন হয়নি।[৭৭]

বর্তমানে জিনা-ব্যভিচার, অশ্লীলতা, পাপাচার কিংবা বেহায়াপনা ও বেপর্দার যতখানি আমরা অবলোকন করছি, সবটুকুই দুনিয়াপ্রীতির অনিবার্য ফলাফল। ইসা ﷺ সত্যই বলেছেন। তিনি বলেছেন : (حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ) 'দুনিয়াপ্রীতি সকল পাপের মূল।'[৭৮]

.....

৭৩. সুরা আল-আলা, ৮৭ : ১৬-১৭।
৭৪. সুরা আল-কিয়ামাহ, ৭৫ : ২০-২১।
৭৫. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১৫২।
৭৬. সুরা আত-তাকাসুর, ১০২ : ১-২।
৭৭. মুখতাসারু তাফসিরি ইবনি কাসির।
৭৮. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৬/৩৮৮।

এ ছাড়াও রাসুল ﷺ-ও উম্মতকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, জান্নাতের আয়েশই হচ্ছে প্রকৃত আয়েশ। সহিহ বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে, রাসুল ﷺ বলেন :

اللهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَهْ

'হে আল্লাহ, পরকালের সুখ ছাড়া তো আর কোনো সুখ নেই।'[৭৯]

তাঁর দুনিয়াবিমুখতার কারণে তিনি চাটাইয়ের ওপর ঘুমাতেন। তাঁর পবিত্র দেহে যার ছাপ স্পষ্ট বোঝা যেত। একদা তাঁকে বলা হলো, 'যদি আমরা আপনার জন্য বিছানার ব্যবস্থা করি! (তাহলে তাতে ঘুমাবেন?)' তিনি বললেন, (مَا لِي وَلِلدُّنْيَا، مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا) 'আমার দুনিয়ার এসবের কী প্রয়োজন? আমি তো দুনিয়াতে একজন আরোহীর মতো—যে কিছুক্ষণ গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিল এবং কিছুক্ষণ পর যাত্রা শুরু করল।'[৮০]

রাসুল ﷺ দুনিয়াকে গাছের ছায়ার সাথে উপমা দিয়েছেন। যা খুব দ্রুতই আবার বিলীন হয়ে যায়। কিংবা যার ছায়া থেকে মানুষ কিছুক্ষণ পরেই অন্যত্র প্রস্থান করে।

তাই তো নবিজি ﷺ ইবনে উমর رضي الله عنه-কে বলতেন :

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ

'তুমি দুনিয়াতে এমনভাবে চলো, যেন তুমি এক আগন্তুক বা মুসাফির।'[৮১]

রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إِلَّا ذِكْرَ اللهِ، وَمَا وَالَاهُ، أَوْ عَالِمًا، أَوْ مُتَعَلِّمًا

.....

৭৯. সহিহুল বুখারি : ৩৭৯৭।
৮০. সুনানুত তিরমিজি : ২৩৭৭।
৮১. সহিহুল বুখারি : ৬৪১৬।

'দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবই অভিশপ্ত; কিন্তু আল্লাহর জিকির এবং তার সাথে সংগতিপূর্ণ অন্যান্য আমল অথবা আলিম ও ইলম অন্বেষণকারী ব্যতীত।'[৮২]

বোন, অতএব তুমি দুনিয়া পেয়ে ধোঁকা খেয়ো না। তুমি কি আল্লাহ তাআলার মর্মবাণীটি লক্ষ করোনি? তিনি বলেছেন :

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ - إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ

'হে মানুষ, নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদের প্রতারিত না করে। এবং সেই প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে। শয়তান তোমাদের শত্রু; অতএব তাকে শত্রুরূপেই গ্রহণ করো। সে তার দলবলকে আহ্বান করে; যেন তারা জাহান্নামি হয়।'[৮৩]

হে সংরক্ষিত মণিমুক্তাতুল্য বোন আমার, অতএব আল্লাহ যাকে তুচ্ছ করে তুলে ধরেছেন, তুমি সেটিকে মহৎ মনে করো না এবং তিনি যাকে হেয় করে বর্ণনা করেছেন, তুমি সেটিকে বড় করে দেখো না।

মনে রেখো, দুনিয়া কেবল জান্নাত কিংবা জাহান্নামের গমনপথমাত্র। রাত্রিগুলো মানুষের জন্য জায়গার মতো। আর দিনগুলো বাজারের মতো। সুতরাং যে ব্যক্তি আজ সময় পেয়ে ফসল বুনল না, সে ফসল কাটার সময় হলে আফসোস আর পরিতাপ করবে। আর তোমার এমন খোলামেলা বাইরে বের হওয়া তোমার প্রতি আল্লাহর অসন্তুষ্টির লক্ষণ।

ইমাম আহমাদ ﵀ মাহমুদ বিন লাবিদ ﵁-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবিজি ﷺ বলেছেন :

.....

৮২. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪১১২, সুনানুত তিরমিজি : ২৩২২।
৮৩. সুরা ফাতির, ৩৫ : ৫-৬।

إِنَّ اللهَ لَيَحْمِي عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الدُّنْيَا، وَهُوَ يُحِبُّهُ كَمَا تَحْمُونَ مَرِيضَكُمْ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ تَخَافُونَهُ عَلَيْهِ

'আল্লাহ কোনো মুমিন বান্দাকে ভালোবাসলে তাকে দুনিয়া থেকে এভাবেই রক্ষা করেন, যেভাবে তোমরা তোমাদের অসুস্থ ব্যক্তিকে খাবার ও পানীয় থেকে দূরে রাখো—যার ব্যাপারে (খাবার খেলে) অসুস্থতার আশঙ্কা করো।'[৮৪]

যদি তুমি সর্বনিম্ন জান্নাতি লোকটির অবস্থা জানতে চাও, তবে এই হাদিসটি মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করো। সহিহ মুসলিমে এসেছে, মুগিরা বিন শুবা ﵁ থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করছেন :

سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ، مَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً، قَالَ: هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ، وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ، فَيُقَالُ لَهُ: أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا؟ فَيَقُولُ: رَضِيتُ رَبِّ، فَيَقُولُ: لَكَ ذَلِكَ، وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ، فَقَالَ فِي الْخَامِسَةِ: رَضِيتُ رَبِّ، فَيَقُولُ: هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ، وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ، وَلَذَّتْ عَيْنُكَ، فَيَقُولُ: رَضِيتُ رَبِّ، قَالَ: رَبِّ، فَأَعْلَاهُمْ مَنْزِلَةً؟ قَالَ: أُولَئِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي، وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا، فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ، وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ، وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ

'একবার মুসা ﵇ তাঁর প্রতিপালককে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "জান্নাতের সর্বনিম্ন স্তরের মর্যাদার লোক কে হবে?" তিনি বললেন, "সে হলো এমন ব্যক্তি, যে জান্নাতিদের জান্নাতে প্রবেশ করার পর আসবে। তাকে বলা হবে, "জান্নাতে প্রবেশ করো।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, তা কীরূপে হবে?" জান্নাতিরা তো নিজ নিজ

৮৪. মুসনাদু আহমাদ : ২৩৬২২।

আবাসের অধিবাসী হয়ে গেছেন। তারা তাদের প্রাপ্য নিয়েছেন।" তাকে বলা হবে, "পৃথিবীর কোনো সম্রাটের সাম্রাজ্যের সমপরিমাণ সম্পদ নিয়ে তুমি সন্তুষ্ট হবে?" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি খুশি।" আল্লাহ বলবেন, "তোমাকে উক্ত পরিমাণ সম্পদ দেওয়া হলো। সাথে সাথে দেওয়া হলো আরও সমপরিমাণ, আরও সমপরিমাণ, আরও সমপরিমাণ।" পঞ্চমবারে সে বলে উঠবে, "আমি সন্তুষ্ট হে আমার রব!" আল্লাহ বলবেন, "এটা তোমার জন্য এবং আরও দশগুণ দেওয়া হলো। তা ছাড়া তোমার জন্য রয়েছে এমন জিনিস, যা দ্বারা মন তৃপ্ত হয়, চোখ জুড়ায়।" সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, আমি পরিতৃপ্ত।" মুসা ﷺ বললেন, "তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ কে?" আল্লাহ তাআলা বলেন, "ওরা তারাই, যাদের জন্য আমি নিজ হস্তে তাদের মর্যাদা উন্নীত করেছি। আর তার ওপর মোহর মেরে দিয়েছি। এমন জিনিস তাদের জন্য রেখেছি, যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান কখনো শুনেনি, কারও অন্তরে কখনো কল্পনায়ও উদয় হয়নি।"'[৮৫]

প্রিয় বোন, লক্ষ করো, উক্ত হাদিসে কল্পিত সৌভাগ্যের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ধনৈশ্বর্য, প্রসিদ্ধি-পরিচিতি কিংবা সম্মান-প্রতিপত্তি যতই হোক, প্রকৃত সৌভাগ্য এটাই। সবচেয়ে ছোট ও সর্বনিম্ন জান্নাতি ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা এত এত নিয়ামত দান করবেন। এ জন্যই এটি জানিয়ে দেওয়া; যাতে তুমি বুঝতে পারো, প্রকৃত সৌভাগ্য কোথায়। অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় আর ভাবে, কাঙ্ক্ষিত সুখ আর হারানো সৌভাগ্য বুঝি সম্পদ, প্রসিদ্ধি, বেপর্দায় মুক্ত হয়ে বাইরে বেরুনো, প্রবৃত্তির সব চাহিদা পুরো করা, সর্বোচ্চ ডিগ্রি এবং উন্নত পদ অর্জন করার মাঝেই লুকিয়ে আছে! ফলে নিকৃষ্ট ও তুচ্ছ লক্ষ্য অর্জন, দুনিয়ার আশা ও চাহিদা পূরণ, ভোগবিলাস ও জাগতিক আনন্দ-উল্লাসের মাঝেই জীবন কাটিয়ে দেয় অধিকাংশ মানুষ। বিনিময়ে কেবল দুশ্চিন্তা, দুঃখ-কষ্ট, কিছু হাসি-ঠাট্টা ছাড়া কিছুই পায় না। অথচ প্রকৃত সুখ ও সৌভাগ্য কেবল মহান প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার

৮৫. সহিহ মুসলিম : ১৮৯।

আনুগত্যের মাঝে। সুতরাং হৃদয়গুলো ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারবে না, যতক্ষণ না তার রবের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। আল্লাহ তাআলা সত্যই বলেছেন :

فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى - وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

'যে আমার বর্ণিত পথ অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং কষ্টে পতিত হবে না এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।'[৮৬]

ইবনুল কাইয়িম ﵀ 'আদ-দা ওয়াদ দাওয়া' গ্রন্থে বলেন, 'আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হওয়ার পরিণাম হিসেবে তিনি জীবিকা সংকীর্ণ করে দেবেন। সুতরাং যে যেটুকু পরিমাণ আল্লাহর থেকে বিমুখ হবে, তিনি তার জীবিকা ততখানি সংকীর্ণ করে দেবেন। যদিও দুনিয়াতে সে অসংখ্য নিয়ামতে ডুবে থাকে; তথাপি তার অন্তরে সর্বদা নিঃসঙ্গতা, বিষণ্নতা, হীনতা, আক্ষেপ, পরিতাপ বিরাজ করবে। যেগুলো হৃদয়টাকে কুরে কুরে খেতে থাকবে। মনের মধ্যে সর্বদা ভ্রান্ত আশা ঘুরতে থাকবে। এসবই তার উপস্থিত শাস্তি।

৮. হে বোন, আমি চাই না তুমি দীর্ঘ আশার কারণে মন্দ আমল করো

যারা লম্বা লম্বা আশা লালন করে এবং মন্দ আমল করে, তাদের দলভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহ তাআলা আমাদের সতর্ক করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন :

ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

'আপনি ছেড়ে দিন তাদের, খেয়ে নিক এবং ভোগ করে নিক এবং আশায় ব্যাপৃত থাকুক। অতি সত্বর তারা জেনে নেবে।'[৮৭]

.....

৮৬. সুরা তহা, ২০ : ১২৩-১২৪।
৮৭. সুরা আল-হিজর, ১৫ : ৩।

অর্থাৎ ছেড়ে দাও ওদের কথা। ওরা জন্তু-জানোয়ারের মতো জীবনযাপন করে। খাবারদাবার ছাড়া আর কিছুতেই তাদের গুরুত্ব নেই। দীর্ঘ আশা তাদেরকে দৃঢ়তা ও আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিমুখ করে রাখে। কেননা, আশা-আকাঙ্ক্ষা বড় হলে আনুগত্য কমে যায়, তাওবা করতে বিলম্ব হয়, অবাধ্যতা বেড়ে যায়, লোভলালসা গ্রাস করে নেয়, উদাসীনতা বৃদ্ধি পায় এবং অন্তর শক্ত হয়ে যায়। তাইতো নবিজি ﷺ আমাদের ব্যাপারে দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষার ভয় করতেন। তিনি বলেন :

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِي الْهَوَى، وَطُولُ الْأَمَلِ، فَأَمَّا الْهَوَى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، وَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَيُنْسِي الْآخِرَةَ

'আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি ভয় করি প্রবৃত্তি ও দীর্ঘ আশার। কারণ, প্রবৃত্তি সত্য থেকে বিচ্যুত করে দেয় আর দীর্ঘ আশা আখিরাতকে ভুলিয়ে দেয়।'[৮৮]

জনৈক ব্যক্তি সত্যই বলেছেন :

يا من دنياه استغل * وغره طول الأمل

وقد مضي في غفلة * حتي دنا منه الأجل

الموت يأتي بغتة * والقبر صندوق العمل

'ওহে, যে তুমি দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছ এবং দীর্ঘ আশার ধোঁকায় পড়েছ, উদাসীনতায় পার করেছ জীবনের অনেকখানি; এমনকি মৃত্যুর সময়ও এসেছে ঘনিয়ে, শোনো তুমি, মৃত্যু তোমার দিকে দ্রুতই ধেয়ে আসছে। কবর কিন্তু আমলের বাক্স।'

সুতরাং তোমার জানা উচিত, দুনিয়া যতই দীর্ঘ হোক, অবশ্যই তা সংকীর্ণ। যতই বড় হোক, অবশ্যই তুচ্ছ। রাত যতই দীর্ঘ হোক, সকালের আলো ফুটবেই। জীবন যতই লম্বা হোক, কবরের ডাক আসবেই। মনে রেখো,

৮৮. শুআবুল ইমান : ১০১৩২। কোনো কোনো রিওয়ায়াতে এ হাদিসের সনদ (উল্লেখিত বক্তব্যের অনুরূপ কথাটি) আলি বিন আবু তালিব ﷺ পর্যন্ত পাওয়া যায়। - শুআবুল ইমান : ১০১২৯, হিলইয়াতুল আওলিয়া : ১/৭৬।

দুটি কারণে মনের মধ্যে দীর্ঘ আশার জন্ম নেয়। এক. অজ্ঞতা, দুই. দুনিয়ার ভালোবাসা।

দুনিয়ার ভালোবাসা হলো, মানুষ যখন দুনিয়া, দুনিয়ার লালসা বা প্রবৃত্তির সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে, তখন এগুলো থেকে বেরিয়ে আসা কষ্টকর হয়ে যায়। কেউ যখন কোনো কিছুকে অপছন্দ করে, তখন সেই জিনিসকে দূর করে দেয়।

কিন্তু মানুষ এসব ভ্রান্ত আশায় আসক্ত হয়ে আছে। ফলে মনকে সর্বদা মনের মতো কাজ করতে আশান্বিত করে। কিন্তু মনের স্বভাব তো সে দুনিয়াতে চিরকাল থাকার আশা করে। তাই সারাক্ষণ এমনই চিন্তা করে এবং এমনটাই নিজের জন্য নির্ধারণ করে নেয়। ধীরে ধীরে নিজের জন্য দুনিয়াতে স্থায়ী হওয়ার সিদ্ধান্তকেই পাকাপোক্ত করে নেয় এবং এর জন্য অর্থ, পরিবার, বাড়ি-গাড়ি, বন্ধুবান্ধব ইত্যাদি যত উপকরণ দরকার সবই ব্যবস্থা করে। অতঃপর ক্রমেই তার অন্তর এই চিন্তার ওপর স্থির হতে থাকে। যার ফলশ্রুতিতে সে মৃত্যুর স্মরণ থেকে গাফিল হয়ে যায়, মৃত্যুর কথা ভাবতেও পারে না এবং মৃত্যু যে এত নিকটবর্তী কল্পনাও করতে পারে না। যদি কখনো মৃত্যুর নৈকট্যের কথা এবং তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণও হয়, তখন গড়িমসি শুরু করে এবং নিজেকে নিজে বলে, 'এখনো বড় হতে অনেক সময় বাকি। তাওবা করার সময় পাব সামনে।' অতঃপর যখন বড় হয়ে যায়, তখন বলে, 'বৃদ্ধ হলে তাওবা করব।' বৃদ্ধ হওয়ার পর বলে, 'বাড়িটি ভালোভাবে নির্মাণ করে নিই' কিংবা 'অমুক কাজটি সম্পন্ন করে নিই' অথবা 'অমুক সফর থেকে ফিরে আসি, তারপর তাওবা করব।' এভাবে গড়িমসি আর বিলম্ব করতেই থাকে। কোনো কাজে ব্যস্ত হলে সাধারণত তা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে সাথে আরও দশটি ব্যস্ততা চেপে ধরে। ফলে জীবনভর এভাবেই একটু একটু করে তাওবার সময় পিছাতে থাকে। অবশেষে হঠাৎ করে অপরিকল্পিতভাবে মৃত্যু এসে ছোবল মারে, যখন তাওবা করার আর সময় থাকে না। ফলে দীর্ঘ আফসোস আর পরিতাপের সূচনা হয় তার সেখান থেকে।

ইয়াহইয়া বিন মুআজ ﵀ এমনটিই বলেছেন। তিনি বলেন, 'দুনিয়া শয়তানের মদের মতো। যে একবার তা পান করে মাতাল হয়, মৃত্যুর ঘণ্টা বাজার আগে

আর তার হুঁশ ফিরে না। তখন ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে মিলে তার কপালে আক্ষেপ আর অনুতাপ ছাড়া কিছুই করার থাকে না।'

অধিকাংশ মানুষ জাহান্নামি হওয়ার কারণ হচ্ছে বিলম্ব করা। কিন্তু হতভাগা বিলম্বকারী জানে না, যে তাকে বিলম্ব করতে আহ্বান করছে আজ, কাল সেও তার সাথেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

অজ্ঞতা হলো, মানুষ যৌবনের ওপর অনেক অবিচার করে। কারণ, যৌবনে সে মৃত্যুকে নিজের থেকে অনেক দূরে মনে করে। কিন্তু সে ভাবে না, যদি তার এলাকার বৃদ্ধদের গণনা করা হয়, তাহলে খুব কমই খুঁজে পাওয়া যাবে। বৃদ্ধদের স্বল্পতার কারণ, যৌবনেই অধিকাংশ মানুষ মারা যায়। এক বৃদ্ধ মারা যেতে যেতে তার সাথে প্রায় শ-খানেক বাচ্চা ও যুবকের মৃত্যু হয়। যদি এসব উদাসীনরা বিষয়টি ভাবত এবং জানত যে, মৃত্যু আসার নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই, শিশুকাল, যৌবন, বার্ধক্য, শীত বা গ্রীষ্ম, দিন কিংবা রাত ইত্যাদি কোনো নির্ধারণ নেই, তাহলে তার ভেতরে মৃত্যুর অনুভূতিটাই সবচেয়ে বড় হতো এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিয়েই ব্যস্ত থাকত। সব সময় সে অন্যের জানাজাকে বিদায় দিতে যায়; কিন্তু তার জানাজাকেও যে এভাবে বিদায় জানানো হবে, সেটা ভাবে না। সে তো অন্যের মৃত্যুর সাথে থাকছে, এমনটি বারবার ঘটছে। চোখের সামনে অনেকের মৃত্যু হতে দেখছে। কিন্তু নিজের মৃত্যুর সময় তো আর নিজের সাথে থাকতে পারবে না। তাই অন্যের জায়গায় নিজেকে কল্পনা করাই তার জন্য উত্তম যে, একদিন তাকেও এভাবে বহন করা হবে, কবরে নিয়ে দাফন করে দেওয়া হবে। হয়তো যে ইট দ্বারা তার কবর ঢাকা হবে, তা তৈরি হয়ে গেছে; অথচ সে জানেই না। কিংবা তার কাফনের কাপড়ও প্রস্তুত হয়ে গেছে; কিন্তু সে জানেই না। সুতরাং এতকিছু সত্ত্বেও তার বিলম্বের কারণ হতে পারে শুধুই অজ্ঞতা। যখন সে বুঝতে পারবে, অজ্ঞতা ও দুনিয়াপ্রেমের কারণেই মনের মধ্যে দীর্ঘ আশার সৃষ্টি হয়েছে, তখন এর উপকরণগুলো দূর করাই হলো এর প্রধান চিকিৎসা।

দুনিয়াপ্রীতি দূর করার চিকিৎসা : অন্তর থেকে দুনিয়ার মহব্বত বের করে দেওয়াই এর সবচেয়ে বড় চিকিৎসা; যদিও কাজটি খুবই কঠিন। এটি একটি দুরারোগ্য ব্যাধি। যা আগে-পরে অনেক মানুষকে ব্যর্থ করে দিয়েছে।

পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস এবং আখিরাতের সুবিশাল প্রতিদান পাওয়ার আশা ছাড়া এর কোনো চিকিৎসা নেই। সুতরাং অন্তরে এই বিশ্বাস যতই দৃঢ় হবে, মন থেকে দুনিয়াপ্রেম ততই বের হতে থাকবে। কেননা, স্পর্শকাতর কিছুর ভালোবাসা অন্তর থেকে তুচ্ছ বিষয়ের ভালোবাসা দূর করে দেয়।

অজ্ঞতার চিকিৎসা : মানুষ যেন প্রতিটি মুহূর্তে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো নিয়ে ভাবে এবং চিন্তা করে যে, কীভাবে আমার এই দেহকে পোকামাকড় খেয়ে ফেলবে! কীভাবে বিশাল শরীরকে এরা টুকরো টুকরো করে ফেলবে! দেহের প্রতিটি অঙ্গ পোকাদের খাবার হয়ে যাবে। যেই জিহ্বা দিয়ে আজ কথা বলছে, কাল সেটিই পোকামাকড় ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে। শরীরের যেই জোড়াগুলো দিয়ে নড়াচড়া করছে, সেগুলোকে পৃথক পৃথক করে ফেলা হবে। প্রত্যেকের এভাবে ভাবা উচিত।

ওহে দীর্ঘ আশার ধোঁকায় ধোঁকাগ্রস্ত ব্যক্তি এবং মন্দ আমল নিয়ে সন্তুষ্ট বোকা, দ্রুত মৃত্যু নিয়ে চিন্তা করো। কারণ, তুমি তো জানো না মৃত্যু কখন ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে? জনৈক ব্যক্তি বলেন :

كل امرئ مصبح في أهله * والموت أدني من شراك نعله

'প্রত্যেকেই পরিবারের সাথেই সুখানন্দে সকাল যাপন করে। (জানে না কখন মৃত্যু হবে) মৃত্যু জুতোর ফিতার চেয়েও অধিক নিকটে তার।'

অপর ব্যক্তি বলেন :

أؤمل أن أخلَّد والمنايا * تدور علي من كل النواحي

وما أدري وإن أمسيت يوما * لعلي لا أعيش إلي الصباح

'আমি তো চিরকাল থাকতে চাই; অথচ মৃত্যু আমার চতুষ্পার্শ্বে ঘুরঘুর করে ঘুরছে। কোনোদিন সন্ধ্যা যাপন করার সময় জানি না আবার সকালের দেখা মিলবে কি না?'

অতএব (س) ও (سوف)—ভবিষ্যতের জন্য ব্যবহৃত এ দুটি শব্দ—থেকে সতর্ক হও প্রিয় বোন। এ দুটি শয়তানের সবচেয়ে বড় সৈনিক। তাই কখনো বলো না, এই তো কয়দিন পরেই পর্দা করা শুরু করব। অথবা একটু পরেই পর্দা ধরব। এমনটি বলো না, অচিরেই আমি সালাত আরম্ভ করব। বরং স্মরণ হওয়ামাত্রই দ্রুত কাজে পরিণত করো। কারণ, মৃত্যু তো খুব দ্রুতই এগিয়ে আসছে তোমার দিকে। জনৈক ব্যক্তি বলেন :

فلا ترجي فعل الخير إلي غد * لعل غدا يأتي وأنت فقيدة

'সুতরাং কল্যাণকর কাজকে আগামী দিন করার আশা করো না। কেননা, হয়তো আগামী দিনটি ঠিকই আসবে; কিন্তু তুমি হারিয়ে যাবে।'

আর শোনো, তোমার একেকটি দিন অতিবাহিত হচ্ছে মানে একেকটি দিন মৃত্যুর দিকে এগুচ্ছ এবং আশা থেকে দূরে সরে যাচ্ছ।

হাসান বসরি ﵀ বলেন, 'হে আদম-সন্তান, মনে রেখো, তোমার জীবন মাত্র কিছু দিনের সমষ্টি। যখন একটি দিন অতিবাহিত হয়, মনে করো তোমার একটি অংশ চলে গেছে।'

অনেকেই বলেছেন, 'হে আদম-সন্তান, যেদিন তুমি মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছ, সেদিন থেকে তোমার বয়স ক্ষয় হতে শুরু করেছে।'

জনৈক ব্যক্তি বলেন :

إنا لنفرح بالأيام نقطعها * وكل يوم مضي يدني من الأجل

فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا * فإنما الربح والخسران في العمل

'আমরা তো যাপিত দিনগুলো নিয়ে খুশি হচ্ছি। কিন্তু প্রতিদিন চলে যাচ্ছে আর মৃত্যুর কাছাকাছি নিয়ে যাচ্ছে। তাই মৃত্যুর আগেই আমলে সচেষ্ট হও। কেননা, আমলের মধ্যেই লুকিয়ে আছে তোমার লাভ-ক্ষতি।'

অপর একজন বলেন :

نسير إلي الآجال في كل لحظة * وأيامنا تطوي وهن مراحل

فارحل من الدنيا بزاد من التقي * فعمرك أياما وهن قلائل

'প্রতিটি মুহূর্তে আমরা মৃত্যুর দিকে ছুটে চলছি। দিনগুলো অতিবাহিত হয়ে হয়ে ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে। যেগুলোর প্রতিটিই একেকটি স্টেশন। তাই দুনিয়া থেকে তাকওয়ার পাথেয় নিয়ে যাও। কারণ, জীবন তো মাত্র কয়েকটি দিনের সমষ্টি।'

ইবনে কুদামা ﵀ বলেন, 'নিজের জীবনকে গনিমত মনে করো। মূল্যবান সময়গুলো হিফাজত করো। মনে রেখো, তোমার জীবনের সময়সীমা সীমাবদ্ধ এবং নিশ্বাসগুলোও গণিত। তাই একেকটি নিশ্বাসের মাধ্যমে তোমার অংশ থেকে একটু একটু করে হ্রাস পাচ্ছে। জীবনের পুরো সময় একত্রিত করলে দেখবে, তা খুবই সংকীর্ণ। আর যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তাও দ্রুত চলে যাচ্ছে। তাই তোমার একেকটি নিশ্বাস মূল্যবান মুক্তার মতো দামি। যার কোনো সমকক্ষ বা বিনিময় হতে পারে না এবং একবার চলে গেলে আর ফিরিয়েও আনা যায় না। এই সামান্য জিন্দেগি দিয়ে তোমাকে হয়তো চিরস্থায়ী নিয়ামত ও সুখ-শান্তি অর্জন করে নিতে হবে, নয়তো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। অতএব জীবনের মুক্তাতুল্য নিশ্বাসগুলোকে অকর্মা নষ্ট করো না। অপ্রয়োজনে খরচ করো না। বরং চেষ্টা করো; যাতে তোমার একটি নিশ্বাসও আল্লাহর আনুগত্য কিংবা তাঁর নৈকট্য হাসিল করার মতো কোনো আমলের বাইরে ব্যয় না হয়। তোমার কাছ থেকে দুনিয়ার কোনো মণিমুক্তা হারিয়ে গেলে কতটা কষ্ট পাও! সুতরাং মণিমুক্তার চেয়েও দামি জীবনের একেকটি সময় ও মুহূর্ত হারিয়ে গেলে কতটুকু কষ্ট পাওয়া উচিত তোমার?! অথচ অবহেলায় অতিবাহিত জীবনের সময়গুলো নিয়ে তোমার কোনো দুঃখই নেই।'

রাসুল ﷺ বলেছেন :

مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ، غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الجَنَّةِ

'যে ব্যক্তি (سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ) বলবে, তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ রোপণ করা হবে।'[৮৯]

প্রিয় বোন, বলো তো, এই মহামূল্যবান বাক্যটি উচ্চারণ করতে তোমার কি কষ্ট হয়েছে? কতখানি চেষ্টা ও সময় ব্যয় করতে হয়েছে? আফসোস হয় তোমার জন্য। জীবনের কত সময় নষ্ট করেছ! যেই সময়গুলোতে এমন অসংখ্য অগণিত খেজুর বৃক্ষের মালিক হতে পারতে।

তাই দ্রুত নিজেকে শুধরে নাও। কবরে প্রবেশ করার পর (سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ)-এর মতো মূল্যবান বাক্যগুলো উচ্চারণ করার জন্য মানুষ দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাইবে। আরও একটিবার আল্লাহর সামনে রুকু করতে চাইবে। যাতে পুণ্যের পাল্লা একটুখানি ভারী হয়। কিন্তু হায়....! তা তো সম্ভব হবে না। ততক্ষণে তার আমলনামা থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হবে, কালি শুকিয়ে যাবে। ফলে না পারবে নেকের পাল্লায় কিছু যোগ করতে, না পারবে দুনিয়ায় ফিরে আসতে।

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ دُفِنَ حَدِيثًا فَقَالَ: «رَكْعَتَانِ خَفِيفَتَانِ مِمَّا تَحْقِرُونَ وَتَنْفِلُونَ يَزِيدُهُمَا هَذَا فِي عَمَلِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ بَقِيَّةِ دُنْيَاكُمْ»

'নবিজি ﷺ নতুন দাফনকৃত একটি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলেছেন, "নিজ আমলে প্রবৃদ্ধি ঘটাবে এমন হালকা দুই রাকআত নামাজ তার (মৃত ব্যক্তির) কাছে দুনিয়ার অপর সবকিছু থেকে অধিক প্রিয়, যা তোমরা সামান্য কিছু মনে করো এবং নফল মনে করে পড়ো।'[৯০]

.....

৮৯. সুনানুত তিরমিজি : ৩৪৬৪।

৯০. আজ-জুহদ ওয়ার রাকায়িক লি ইবনি মুবারক ওয়াজ জুহদ লিন নুআইম বিন হাম্মাদ : ৩১, সহিহুল জামি : ৩৫১৮।

এই মৃত ব্যক্তির মনের আকুতি, কবর থেকে একটিবারের জন্য হলেও বের হয়ে দুই রাকআত সালাত আদায় করতে চায়। যা আমাদের কাছে খুবই তুচ্ছ একটি ব্যাপার। হে বোন, অতএব আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা আদায় করো। তিনি এখনো তোমাকে সুযোগ দিয়ে রেখেছেন। অবশ্যই মৃত্যু তোমার দিকে ধেয়ে আসছে। তাই সুযোগ থাকতে সময়কে কাজে লাগাও।

রাসুল ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে যেই উপদেশ দিয়েছেন, আমিও তোমাকে একই উপদেশ শুনাতে চাই। মুসতাদরাকে হাকিমে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন :

اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

> 'পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটি জিনিসের পূর্বে গনিমত মনে করো। তোমার বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে, অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে, অসচ্ছলতা পূর্বে সচ্ছলতাকে, ব্যস্ততার পূর্বে অবসরতাকে এবং মৃত্যুর পূর্বে হায়াতকে।'[৯১]

প্রিয় বোন, তুমি কি আমার সাথে একমত নও যে, বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর?

৯. হে বোন, আমি চাই না তুমি লজ্জাহীন হও

লজ্জা নারীর জন্য প্রাচীরের মতো। যা নারীকে সব সময় রক্ষা করে। শুধু তাই নয়; বরং লজ্জাশীলতা একজন নারীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, কলুষতা থেকে দূরে রাখে, পঙ্কিলতা থেকে হিফাজত করে। লজ্জা নারীর সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে। ফলে নারীরা বেপর্দায় বাইরে বের হলে ধীরে ধীরে লজ্জা হারাতে থাকে এবং ইমান কমতে থাকে। এমনটিই বলেছেন নবিজি ﷺ। সহিহ মুসলিমে এসেছে, ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন, (وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ) 'আর লজ্জা ইমানের অঙ্গ।'[৯২] মুসতাদরাকে হাকিমে সহিহ সনদে ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, নবিজি ﷺ বলেছেন :

---

৯১. মুসতাদরাকুল হাকিম : ৭৮৪৬।

৯২. সহিহ মুসলিম : ৩৫।

إِنَّ الْحَيَاءَ وَالْإِيمَانَ قُرِنَا جَمِيعًا، فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ

'লজ্জা ও ইমান একটি আরেকটির সাথে পরিপূর্ণভাবে জড়িত। যখন একটি তুলে নেওয়া হয়, অপরটিও দূরীভূত হয়ে যায়।'[৯৩]

তাই দেখবে, যে নারী লজ্জাবতী, সে নিজেকে ঢেকে রাখে। লজ্জা কমে গেলে ধীরে ধীরে দেহের বিভিন্ন অংশ উন্মুক্ত হয়ে যায়। আবার লজ্জা বেড়ে গেলে পর্দাও বৃদ্ধি পায়।

হে বোন, হৃদয় থেকে লজ্জাবোধ দূর হয়ে যাওয়া আল্লাহ তাআলার বড় একটি শাস্তি। মালিক বিন দিনার ﵀ বলেন, 'কারও অন্তর থেকে লজ্জা উঠিয়ে নেওয়ার শাস্তির চেয়ে আল্লাহর আর বড় কোনো শাস্তি হতে পারে না।' আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে সুস্থ কলব ও ক্ষমার নিয়ামত দান করেন।

বাহজ বিন হাকিম থেকে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন :

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ: عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: «إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ: «اللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ»

'আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের ঢেকে রাখার অঙ্গসমূহ কার সামনে আবৃত রাখব এবং কার সামনে অনাবৃত করব?" তিনি বলেন, "তোমার স্ত্রী ও দাসী ব্যতীত সকলের সামনে তা আবৃত রাখবে।" আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আপনার অভিমত কী যে, লোকেরা যদি একত্রে বসবাস করে?" তিনি বলেন, "যদি তুমি তা কাউকে না দেখিয়ে পারো, তবে অবশ্যই তা দেখাবে না।" আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের কেউ যদি

৯৩. আল-আদাবুল মুফরাদ : ১৩১৩।

নির্জনে থাকে?" তিনি বলেন, "আল্লাহ অধিক অগ্রগণ্য যে, মানুষের চেয়ে তাঁর প্রতি বেশি লজ্জাশীল হতে হবে।"[৯৪]

নবিজি ﷺ আমাদেরকে একাকিত্বের সময়েও আল্লাহর ব্যাপারে লজ্জাবোধ থেকে সতর ঢেকে রাখতে বলেছেন। অথচ বর্তমানে বহু নারী নিজের গোপনীয় স্থানগুলো প্রকাশ করে চলাফেরা করছে। তাদের ঘরের অভ্যন্তরে এভাবে চলাফেরার কথা বলছি না। বরং বাইরে মানুষের সামনে খোলামেলা চলাফেরা করার কথা বলছি। তাহলে আল্লাহর ব্যাপারে তাদের লজ্জাবোধ কোথায় গেল?

ইবনে আবুদ দুনিয়া ﷺ 'মাকারিমুল আখলাক' গ্রন্থে বলেন, 'আবু বকর সিদ্দিক ﷺ মানুষের উদ্দেশে ভাষণ দিয়ে বলেছেন, "হে লোক সকল, আল্লাহর প্রতি লজ্জাবোধ লালন করো। আল্লাহর কসম, রাসুল ﷺ-এর হাতে বাইআত গ্রহণ করার পর থেকে আমি কখনো টয়লেটে গেলেও আল্লাহর প্রতি লজ্জাবোধের কারণে মাথা ওপরের দিকে উঠিয়ে রাখতাম।"'[৯৫]

হাসান বসরি ﷺ উসমান ﷺ-এর লজ্জাশীলতার বর্ণনা দিয়ে বলেন, 'তিনি ঘরে থাকলে দরজা বন্ধ করে রাখতেন। গোসলের সময় পানি ঢালার জন্য শরীর থেকে কাপড় সরানোর সময় লজ্জাশীলতার কারণে নিজেকে সোজা দাঁড় করিয়ে রাখতে পারতেন না।'

প্রিয় বোন, লজ্জাশীলতার দৃষ্টান্ত অনুধাবনের জন্য এক কৃষ্ণ মহিলার ঘটনা শুনাব তোমাকে। সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে আতা বিন রবাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি কি তোমাকে একজন জান্নাতি নারী দেখাব?' আমি বললাম, 'জি দেখান।' তিনি বললেন, 'এই যে এই কালো নারীকে দেখো, সে নবিজি ﷺ-এর কাছে এসে বলেছিল, "আমি তো মৃগীরোগে আক্রান্ত। তাই আমার শরীরের কিছু অংশ প্রকাশ হয়ে যায়। আমার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন।" তিনি বললেন, (إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ

৯৪. সুনানু আবি দাউদ : ৪০১৭, সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৯২০, মুসনাদু আহমাদ : ২০০৪০।
৯৫. মাকারিমুল আখলাক : ২০।

(يُعَافِيَكِ) "তুমি চাইলে ধৈর্যধারণ করতে পারো এবং বিনিময়ে জান্নাত পাবে। আবার চাইলে আমি আল্লাহর কাছে দুআ করব, যেন তিনি তোমাকে সুস্থ করে দেন।" মহিলা বলল, "আমি সবর করব; কিন্তু আমার শরীর যেন প্রকাশিত হয়ে না পড়ে সে জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন।" ফলে রাসুল ﷺ তার জন্য দুআ করেছেন।'[৯৬]

সুবহানাল্লাহ, এই মহিলাকে রাসুল ﷺ জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। লক্ষণীয় বিষয় হলো, আনন্দে উচ্ছ্বসিত হওয়ার এমন মুহূর্তেও এত বড় একটি সুসংবাদ তাকে ভুলিয়ে দেয়নি যে, সে তার দেহ প্রকাশিত হওয়ার ভয় করে! যদিও এটি ছিল তার জন্য ওজর বা অপারগতা। সে অসুস্থতার কঠিন যন্ত্রণায় ধৈর্য ধরার সিদ্ধান্ত নিতে প্রস্তুত; কিন্তু শরীরের সামান্য অংশ প্রকাশিত রাখতে প্রস্তুত নয়। তাহলে যারা কোনো রোগব্যাধি ছাড়াই শরীর প্রকাশ করে চলাফেরা করে, তাদের কী অবস্থা হবে?! হে আল্লাহ, আপনি আমাদের মুসলিম নারীদের হিদায়াত দান করুন।

প্রিয় বোন, এই হাদিসটি মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করো এবং চিন্তা করো, তোমার অবস্থান কোথায়?

ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন :

«مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ» قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ قَالَ: «تُرْخِينَهُ شِبْرًا» قَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِفَ أَقْدَامُهُنَّ؟ قَالَ: «تُرْخِينَهُ ذِرَاعًا، لَا تَزِدْنَ عَلَيْهِ»

'যে ব্যক্তি গর্বভরে নিজের কাপড় হেঁচড়িয়ে চলে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না।' উম্মে সালামা ﷺ বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, নারীরা তাদের কাপড়ের নিম্নাংশ কীভাবে রাখবে?' তিনি বললেন, 'তারা তা এক বিঘত লম্বা করে দেবে।' উম্মে সালামা ﷺ বললেন, 'তাহলে তো তাদের পা খুলে যাবে।'

৯৬. সহিহুল বুখারি : ৫৬৫২, সহিহ মুসলিম : ২৫৭৬।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তাহলে তারা তা এক হাত লম্বা করবে, এর ওপর যেন তারা লম্বা না করে।'[৯৭]

সুবহানাল্লাহ, তারা কতই না লজ্জাশীলা ছিলেন! রাসুল ﷺ উম্মে সালামা ﷺ-কে এক বিঘত পরিমাণ কাপড় ঝুলানোর পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু তিনি বললেন, 'মহিলারা এটুকু দ্বারা আবরিত হতে সক্ষম হবে না। কারণ, হাঁটার সময় তাদের পা বের হয়ে যাবে। তিনি এক বিঘতে সন্তুষ্ট হলেন না। অথচ আজকাল আমাদের মেয়েরা এতেই তুষ্ট থাকতে চায়। শুধু তাই না; বরং এরা এক বিঘত পরিমাণ মাটিতে ঝুলিয়ে রাখার পরিবর্তে এক বিঘত পরিমাণ টাখনুর ওপর উঁচিয়ে রাখে।

আয়িশা ﷺ-এর লজ্জাশীলতা লক্ষ করো। তাঁর লজ্জাশীলতার বর্ণনা কাগজে কলমে বোঝানো সম্ভব নয়। মুখের ভাষায় বর্ণনা করাও সম্ভব নয়। মুসতাদরাকে হাকিমে উম্মুল মুমিনিন আয়িশা সিদ্দিকা ﷺ-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'যে ঘরে রাসুল ﷺ-কে এবং আমার বাবাকে দাফন করা হয়েছিল, আমি সে ঘরে প্রবেশ করতাম। প্রবেশ করার সময় পরনের কাপড় স্বাভাবিক রাখতাম। কিন্তু সেখানে উমর ﷺ-কে দাফন করার পর লজ্জায় আমি ভালোভাবে কাপড় না বেঁধে এবং শরীর পরিপূর্ণ না ঢেকে প্রবেশ করতাম না।'

মাটির নিচে শায়িত উমর ﷺ-এর ব্যাপারে পর্যন্ত আয়িশা ﷺ লজ্জাবোধ করতেন।

এই হাদিসের মর্ম বুঝতে কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। এটি লজ্জাশীলতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত হতে পারে। যা কোনো কলমের পক্ষে লেখা সম্ভব নয় এবং কারও জবানে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যারা খোলামেলা বাইরে চলাফেরা করে বেড়াচ্ছে, দেহের অনেকখানি প্রকাশ করে হাটে-বাজারে ঘুরাফেরা করছে, পুরুষদের সামনে দিব্যি নির্লজ্জের মতো হাঁটছে, এটি তাদের প্রতি এক নীরব বার্তা। হয়তো নির্বাপিত হৃদয়ে একটুখানি হলেও আগুন জ্বলবে। সামান্য হলেও নড়াচড়া দিয়ে উঠবে। ফলে আল্লাহর প্রতি লজ্জাবোধ থেকে নিজেকে

.....

৯৭. সুনানুন নাসায়ি : ৫৩৩৬।

আবৃত করবে, পর্দা মেনে চলবে এবং তার দেহে তিরের মতো আছড়ে পড়া দৃষ্টিগুলো থেকে নিজেকে হিফাজত করার চেষ্টা করবে। প্রতিটি মূল্যবান বস্তুকে এভাবেই লুকিয়ে রাখা হয়। লোকচক্ষুর আড়ালে রাখা হয়।

দৃষ্টি আকর্ষণ :

প্রিয় বোন, ইতিমধ্যে জানতে পেরেছ যে, উলঙ্গপনা লজ্জাহীনতার প্রমাণ বহন করে। তোমার জ্ঞাতার্থে এই বিষয়টি আরেকটু বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে বলছি।

নগ্নতা একটি শয়তানি স্টাইল। ইবলিশের সাথে আদম ও হাওয়া ﷺ-এর ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, আল্লাহর এই দুশমন তাঁর বান্দাদের সতর খুলতে, অপ্রকাশিতব্য অঙ্গগুলো প্রকাশ করতে এবং সবার মাঝে অশ্লীলতা ছড়িয়ে দিতে কতটা সচেষ্ট। এ কাজে তার সবচেয়ে বড় ও মৌলিক হাতিয়ার হলো পর্দার আবরণ উন্মোচন করা এবং খোলামেলা বাইরে বের করা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

يَابَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

'হে আদম-সন্তান, শয়তান যেন তোমাদের বিভ্রান্ত না করে, যেমন সে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে এমতাবস্থায় যে, তাদের পোশাক তাদের থেকে খুলিয়ে দিয়েছে; যাতে তাদেরকে লজ্জাস্থান দেখিয়ে দেয়। সে এবং তার দলবল তোমাদের দেখে, যেখান থেকে তোমরা তাদের দেখো না। আমি শয়তানদের তাদের বন্ধু করে দিয়েছি, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না।'[৯৮]

অতএব এ কথা প্রমাণিত যে, ইবলিশ শয়তানই হচ্ছে নগ্নতা ও বেপর্দার প্রতি আহ্বানের মিশনের প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকারী। দয়াময় রবের

৯৮. সুরা আল-আরাফ, ৭ : ২৭।

অবাধ্যতা করে যারা তার আনুগত্য করে, তাদের প্রত্যেকের নেতা সে। বিশেষ করে যেসব নারী প্রকাশ্যে বাইরে চলাফেরা করে, মুসলিমদের কষ্ট দেয় এবং যুবকদের ফিতনার সম্মুখীন করে, তাদের নেতা। সে নারীদের নগ্ন করতে এবং বেপর্দায় বাইরে বের করতে সাধ্যমতো প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, আমাদের নারীরাও মহা প্রতিপালক আল্লাহর বিধান থেকে সরে গিয়ে অন্ধের মতো তার আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে।

প্রিয় বোন, খোলামেলা বাইরে বের হওয়া চরিত্র নষ্ট হয়ে যাওয়ার আলামত। কেননা, মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সর্বদা নিজেকে আবৃত রাখা। যেমনটি আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ

'অনন্তর যখন তারা বৃক্ষ আস্বাদন করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে খুলে গেল এবং তারা নিজের ওপর বেহেশতের পাতা জড়াতে লাগল।'[৯৯]

সুতরাং হিজাব নারীর উত্তম চরিত্র এবং দৃঢ় ইমানের পরিচায়ক। যা বৃদ্ধি পেলে নারীর মাঝে নিজেকে আরও ভালোভাবে আবরিত করার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। আর কমে গেলে নিজেকে আরও প্রকাশ করার আগ্রহ জেগে ওঠে। তাই বেপর্দা বাইরে চলাফেরা করা পশুজাত স্বভাব এবং সুস্থ চরিত্রের বিরোধী।

১০. হে বোন, যারা মুমিনদের মাঝে অশ্লীলতা ছড়িয়ে দিতে পছন্দ করে, আমি চাই না তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হও

নারীরা যখন বাইরে বের হয়, শয়তান তার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে। সে তাকে পর্দার আবরণ থেকে বাইরে বের করে গায়রে মাহরাম পুরুষদের সামনে আকর্ষণীয় অঙ্গগুলো প্রদর্শন করার পরিকল্পনা করতে থাকে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এটাই তার কাজ। এটাই তার প্রধান নির্ভুল তির। যা

৯৯. সুরা আল-আরাফ, ৭ : ২২।

দ্বারা নারীকে কাবু করে ফেলে। যুবকদের লক্ষ্য করে সে এই তির নিক্ষেপ করে। ফলে একজন নারী যখন বেপর্দায় বাইরে বের হয়, তখন সে যুবকদের ফিতনায় পড়া ও আল্লাহর ইবাদত থেকে গাফিল করার কারণ হয়ে যায়। তাইতো আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

'যারা পছন্দ করে যে, ইমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্য ইহাকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।'[১০০]

প্রতিনিয়ত কত পাপাচার, অপরাধ, নারীদের অপহরণ ইত্যাদির কথা শুনে যাচ্ছি। সবই নারীদের বেপর্দায় বাইরে বের হওয়ার দরুন। আল্লাহ তাআলা যেন মুসলিম নারীদের তাঁর দিকে পূর্ণরূপে প্রত্যাবর্তন করার তাওফিক দান করেন। আমিন।

১১. হে বোন, আমি চাই না হাশরের মাঠে তুমি কাফির নারীদের সাথে উত্থিত হও

ইমাম মুসলিম ﵀ উমর বিন খাত্তাব ﵁-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :

وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ، وَزِيَّ أَهْلِ الشِّرْكِ

'সাবধান, ভোগবিলাস ও মুশরিকদের বেশভূষণ থেকে বিরত থাকবে।'[১০১]

কেননা, মুশরিকদের এমন কোনো সুষ্ঠু ধর্ম নেই, যার অনুশাসন মেনে তারা চলবে। তাই তারা যাচ্ছেতাই করে। ইচ্ছেমতো পোশাক পরিধান করে। যা ইসলামি আদর্শের সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। মুসলিমদের একটি সুন্দর

১০০. সুরা আন-নুর, ২৪ : ১৯।
১০১. সহিহ মুসলিম : ২০৬৯।

জীবনাদর্শ রয়েছে। রয়েছে জীবন পরিচালনার জন্য ইসলামি শরিয়াহব্যবস্থা। যার অনুশাসন মেনে চলে তারা। অতএব মুসলিম আর কাফির-মুশরিকদের চলাফেরা যেন এক হয়ে না যায়।

নবিজি ﷺ-ও এর থেকে সতর্ক করে বলেছেন :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا

'যে আমাদের ভিন্ন অন্য কারও সাথে সাদৃশ্য রাখে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।'[১০২]

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে যে, রাসুল ﷺ বলেছেন :

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

'যে কোনো সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্য রাখে, সে তাদের দলভুক্ত।'[১০৩]

হে বোন, তবে কি তুমি কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য রাখতে চাও? অর্ধনগ্ন হয়ে বাইরে বের হওয়া মুনাফিক নারীদের মতো হতে চাও? তাহলে তো তোমাকে তাদের সাথেই পুনরুত্থিত করা হবে এবং একই সাথে জাহান্নামে পোড়ানো হবে। নাকি নিষ্কলুষ পূতপবিত্র মুমিন নারীদের সাথে সাদৃশ্য রাখতে চাও? তাহলে তাদের সাথেই তোমাকে পুনরুত্থিত করা হবে জান্নাতের সুশীতল ছায়াতলে। যার পরিধি আসমান-জমিনের সমান বিস্তৃত।

১২. তুমি জাহান্নামি হবে, আমি সইতে পারব বোন!

সহিহ মুসলিমে আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবিজি ﷺ বলেছেন :

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

১০২. সুনানুত তিরমিজি : ২৬৯৫।
১০৩. সুনানু আবি দাউদ : ৪০৩১।

'জাহান্নামবাসী দুই প্রকার মানুষ, আমি যাদের (এ পর্যন্ত) দেখিনি। একদল মানুষ, যাদের সঙ্গে গরুর লেজের মতো চাবুক থাকবে, তা দ্বারা তারা লোকজনকে প্রহার করবে। এবং একদল স্ত্রীলোক, যারা কাপড় পরিহিত উলঙ্গ, যারা অন্যদের আকর্ষণকারিণী ও আকৃষ্টা, তাদের মাথার চুলের অবস্থা উটের হেলে পড়া কুঁজের মতো। ওরা জান্নাতে যেতে পারবে না; এমনকি তার সুঘ্রাণও পাবে না; অথচ এত এত দূর থেকে তার সুঘ্রাণ পাওয়া যায়।'[১০৪]

যারা পাতলা, খাটো, সংকীর্ণ ও আঁটোসাঁটো পোশাক পরিধান করে, যেগুলো তাদের লজ্জাস্থান ও দেহকে পরিপূর্ণ আবরিত করার জন্য যথেষ্ট নয়, তারা পোশাক পরেও বিবস্ত্র।

হে নারী, যদি তুমি এসব অর্ধনগ্ন এবং দেহের আকর্ষণীয় অঙ্গগুলোকে প্রকাশকারী পোশাক পরে হৃদয়ে পুলক অনুভব করো, তবে মনে রেখো, এই পুলক আর আনন্দ কেবল তোমার দিকে মানুষের বিস্ময়ভরা দৃষ্টির তির নিবদ্ধ থাকার কারণেই। তোমার দিকে তো আল্লাহ তাআলাও তাকিয়ে আছেন। মানুষের দৃষ্টির কথা ভেবে এতটা পুলক অনুভব করো, আল্লাহর দৃষ্টির কথা ভেবে একটুও লজ্জা অনুভব করো না?! তোমার প্রতি আল্লাহর দৃষ্টিকে ছোট করে দেখো না। যে জীবনের সমাপ্তিতে রয়েছে জাহান্নাম, কীভাবে সে জীবনে প্রশান্তি অনুভব করো! এই জীবনের শেষে তো কোনো শান্তি নেই। যেই আনন্দের শেষে জাহান্নাম অপেক্ষমাণ, সেই আনন্দে কোনো কল্যাণ নেই।

বোন আমার, আমি তোমার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমাকে ইহজগতে ও পরজগতে আবরিত রাখেন, জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেন এবং জান্নাতের সর্বোচ্চ আসনে তোমার জায়গা রাখেন। তোমাকে রাসুল ﷺ-এর একটি চিরন্তন সত্য বাণী স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। সহিহ বুখারিতে এসেছে, রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন :

«كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى»

১০৪. সহিহ মুসলিম : ২১২৮।

'আমার উম্মতের প্রত্যেকেই জান্নাতে প্রবেশ করবে, তবে যে অস্বীকার করেছে সে ব্যতীত। সাহাবিগণ বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, কে অস্বীকার করেছে?" তিনি বললেন, "যে আমার আনুগত্য করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে আমার অবাধ্যতা করবে, সে মূলত অস্বীকার করল।"'[১০৫]

সুতরাং যে নারী আল্লাহকে এক বলে সাক্ষ্য দেয়, মুহাম্মাদ মুস্তফা ﷺ-কে তাঁর রাসুল হিসেবে বিশ্বাস করে, বেপর্দায় বাইরে ঘোরাঘুরি করে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্যতার ওপর অটল থাকা তার জন্য কীভাবে কল্যাণকর হতে পারে?!

প্রিয় বোন আমার, অনেক হয়েছে অবাধ্যতা। এবার তুমি রব্বুল আলামিনের সাথে সম্পর্কের নতুন অধ্যায় সূচনা করো। নিজেকে সর্বদা তাঁর আনুগত্যের সাথে আটকে রাখো। অন্তরে সব সময় তাঁর স্মরণ ও ভয় লালন করো। কেননা, আল্লাহর ভয় অন্তরে মশালের ন্যায়। যা হৃদয় থেকে প্রবৃত্তিকে পুড়িয়ে দেয় এবং দুনিয়াকে তাড়িয়ে দেয়। ফলে সে আরশের ছায়ায় স্থান পাওয়ার জন্য এবং প্রবৃত্তির শিকল থেকে মুক্ত হয়ে চলাফেরা করতে পারে। পক্ষান্তরে যে হৃদয়ে আল্লাহর ভয় নেই, তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হৃদয়। যেখানে শয়তান আস্তানা গাড়ে। ফলে ইমান ধারণ করার মতো আর কোনো জায়গা থাকে না তথায়। আল্লাহর ভয় হলো, যা মানুষের অঙ্গগুলোকে অবাধ্যতা থেকে বিরত রাখে এবং আনুগত্যের শিকলে আবদ্ধ রাখে। ফুজাইল বিন ইয়াজ ﷺ বলেন, 'যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহর ভয় তাকে সর্ববিধ কল্যাণের দিকে পথ দেখিয়ে দেবে।'

প্রিয় বোন, কখন ঘুম ভাঙবে তোমার? এই নিদ্রার শেষ কোথায়? কখন তুমি সতর্ক হবে উদাসীনতার চাদর ফেলে? এই নেশা থেকে কখন জ্ঞান ফিরে আসবে তোমার? মৃত্যুর জন্য কখন প্রস্তুতি নেবে? একটু চিন্তা করো। দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে তুলনা করে দেখো। ক্ষণকাল আর চিরকালের মাঝে পার্থক্য করে চিন্তা করো। জান্নাত ও জাহান্নামের তফাত অনুভব করো। সফলতা ও ক্ষতিগ্রস্ততা, অফুরন্ত নিয়ামত ও অশেষ শাস্তি এবং সৌভাগ্য

১০৫. সহিহুল বুখারি : ৭২৮০।

ও দুর্ভাগ্যের মধ্যে ফারাক করে দেখো। তারপর নির্ণয় করো তোমার জন্য কোনটি কল্যাণকর মনে হয়।

অতঃপর যদি তোমার সামনে সত্য উদ্ভাসিত হয় এবং সঠিক পথ উন্মোচিত হয়, তাহলে পরকালের পরিণতি বরণ করার আগেই সে পথে চলতে শুরু করো। তবে মনে রেখো, পথ কিন্তু খুব দীর্ঘ। কিন্তু আগ্রহ, উদ্দীপনা ও বিশ্বাসের কারণে সহজ ও সুগম হয়ে যায়। এই পথে সফরের পাথেয় আল্লাহর আনুগত্য ও শয়তানের বিরোধিতা। যদি এভাবে পুরো পথ পাড়ি দিতে পারো, তাহলে পথের শেষে তোমার জন্য এমন বিশাল পুরস্কার অপেক্ষা করছে, যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান যার বর্ণনা শুনেনি এবং কারও হৃদয়ে যার কল্পনাও আসেনি। অতঃপর সেখানে তুমি থাকবে সাইয়িদুল মুরসালিনের সাথে। এখানেই শেষ নয়, মহান আল্লাহ তাআলার পবিত্র চেহারা মুবারকের দর্শনও লাভ করবে। শোনো, এই পথের প্রথম কদম শুরু হয় একনিষ্ঠ তাওবার মাধ্যমে।

অতএব হে বোন, সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই তাওবা করো, উপযুক্ত আমল করো। হিসাবের পালা আসার আগেই হিজাব ধরো, তাওবা করো। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়। সকল পাপ তিনি ক্ষমা করে দেন, সবার তাওবা কবুল করেন এবং দোষ গোপন রাখেন। তিনি ইরশাদ করেন :

قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

'বলুন, হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[১০৬]

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُورًا رَحِيمًا

১০৬. সুরা আজ-জুমার, ৩৯ : ৫৩।

'যে গুনাহ করে কিংবা নিজের অনিষ্ট করে, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, করুণাময় পায়।'[১০৭]

সুতরাং আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের অতি নিকটে। খারাপ কর্মশীলদের থেকেও তা খুব দূরে নয়।

হে রমণী, অতএব তোমার উচিত অবনত হয়ে, বিনয়ের সাথে হাতদুটো ওপরের দিকে তুলে ধরা আর বলা, 'হে আমার প্রতিপালক, আপনার সম্মান ও আমার নতি স্বীকার, আপনার শক্তি আর আমার দুর্বলতা এবং আমার থেকে আপনার অমুখাপেক্ষিতা ও আপনার প্রতি আমার মুখাপেক্ষিতা সবকিছুর দোহাই দিয়ে ফরিয়াদ করছি আপনার কাছে, আমাকে ক্ষমা করে দিন, আমার প্রতি রহম করুন। আমার মিথ্যুক ও পাপী মস্তক এই যে আপনার সামনেই অবনত করে দিলাম। আমি ছাড়াও আপনার বহু বান্দা আছে, অসংখ্য অগণিত ইবাদতকারী আছে; কিন্তু আমার তো আপনি ছাড়া আর কোনো রব নেই। আপনি ছাড়া আমার আর কোনো আশ্রয়স্থল নেই।' এভাবে প্রার্থনা করলে চাইলে আল্লাহ তাআলা আগে ও পরের অগণিত গুনাহ ক্ষমা করতে পারেন।

আল্লাহ তাআলা হাদিসে কুদসিতে বলেন :

يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ، وَلَا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً

'হে আদম-সন্তান, যতক্ষণ আমাকে তুমি ডাকতে থাকবে এবং আমার হতে (ক্ষমা পাওয়ার) আশায় থাকবে, তোমার গুনাহ যত অধিক হোক, তোমাকে আমি ক্ষমা করব, এতে কোনো পরোয়া করব না। হে আদম-সন্তান, তোমার গুনাহর পরিমাণ যদি আসমানের কিনারা বা মেঘমালা পর্যন্তও পৌঁছে যায়, তারপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা

১০৭. সুরা আন-নিসা, ৪ : ১১০।

প্রার্থনা করো, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেবো, এতে আমি পরোয়া করব না। হে আদম-সন্তান, তুমি যদি সম্পূর্ণ পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়েও আমার নিকট আসো এবং আমার সঙ্গে কাউকে অংশীদার না করে থাকো, তাহলে তোমার কাছে আমিও পৃথিবীপূর্ণ ক্ষমা নিয়ে হাজির হব।'[১০৮]

(قُرَاب الأَرْض) অর্থ, যা কিছু জমিনের সমপরিমাণ হয়, সেটাকেই (قُرَاب الأَرْض) বলে। আর (عَنَان) দ্বারা মেঘকে বোঝানো হয়েছে।

হে বোন, দ্রুত তাওবার দিকে এগিয়ে আসো। কেননা, এই জীবন তো কিছু নিশ্বাসের সমষ্টিমাত্র। যখন তোমার নিশ্বাস শেষ হয়ে যাবে, সব আমলের দরজাও বন্ধ হয়ে যাবে। যেগুলো দিয়ে জীবিত অবস্থায় তুমি আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করতে পারতে। অতএব মৃত্যুর ধ্বংসলীলা বেজে ওঠার আগেই দ্রুত তাওবা করো বোন। পোকামাকড়ের আক্রমণের শিকার হওয়ার আগে এবং গণ্ডদেশে অশ্রু প্রবাহিত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও। কেননা, তখন অনিবার্যভাবে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, 'হে নারী, কেন বেপর্দায় বাইরে বের হলে?' অবশ্যই তোমাকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। কী উত্তর দেবে তখন? বলতে পারবে, আমি আল্লাহর ও তাঁর রাসুলের অবাধ্যতা করতে পছন্দ হওয়ায় বের হয়েছি? আল্লাহর ফরজ বিধান পর্দা আমার পছন্দ হতো না; তাই এভাবে বের হয়েছি? কী বলবে উত্তরে? প্রিয় বোন আমার, অবশ্যই তোমাকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। সঠিক উত্তর দিতে না পারলে পার পাবে না সেখান থেকে।

অতএব সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জন্য সঠিক উত্তর তৈরি করে রেখো। আল্লাহ তোমাকে হিদায়াত দান করুন। আমিন।

দৃষ্টি আকর্ষণ :

একদা ফুজাইল বিন ইয়াজ ﵀ দেখলেন, এক ব্যক্তি বলছেন, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।' তার কথা শুনে ফুজাইল বিন ইয়াজ ﵀ তাকে

১০৮. সুনানুত তিরমিজি : ৩৫৪০।

বললেন, 'আপনি কি জানেন এর অর্থ কী?' তিনি বলরেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই জানি, আমি আল্লাহর একজন বান্দা। অতঃপর তাঁর কাছেই আমাকে ফিরে যেতে হবে।' ফুজাইল ﵀ বললেন, 'যে ব্যক্তি জানে যে, সে আল্লাহর বান্দা এবং তাকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে, সে অবশ্যই এটাও জানে যে, তাকে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হতে হবে, আল্লাহর সামনে তাকে হিসাবের জন্য দাঁড়াতে হবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার কথা জানে, সে অবশ্যই বুঝে যে, তাকে সবকিছু সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে জিজ্ঞাসিত হওয়ার কথা জানে, সে যেন প্রশ্নের জন্য সঠিক উত্তর প্রস্তুত করে রাখে আগে থেকেই।' কথাগুলো শুনে লোকটি কেঁদে বলল, 'এখন উপায় কী আমার?' ফুজাইল ﵀ বললেন, 'উপায় তো খুবই সহজ।' লোকটি বলল, 'আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন, উপায়টা কী?' ফুজাইল ﵀ বললেন, 'জীবনের বাকি সময়ে আল্লাহকে ভয় করবে, তাহলে অতিবাহিত জীবনের গুনাহগুলোও আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেবেন।'

হে বোন, অতএব তোমাকে তাঁর দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। কিছুতেই এতে ক্লান্ত হওয়া যাবে না, হেলা করা চলবে না। আশা করা যায় তিনি তোমার জন্য তাঁর দুয়ার খুলে দেবেন এবং প্রশস্ত রহমতের চাদরে তোমাকে ঢেকে নেবেন। যদি তাঁর দুয়ার বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে তিনি ছাড়া আর কার কাছে যাবে তুমি?

মনে রেখো, তাওবা এমন এক অনুতাপের নাম, যা দৃঢ় সংকল্প ও মজবুত ইচ্ছাশক্তির জন্ম দেয়। আর দীর্ঘ কান্না ও দুঃখ করা সেই অনুতাপের প্রধান আলামত। যে ব্যক্তি নিজের সন্তানের প্রতি বা কোনো প্রিয় ব্যক্তির প্রতি ধাবমান কোনো বিপদের আঁচ করতে পারে, অথবা সে নিজে কোনো কষ্টে ভুগতে থাকে, তার বিপদ বেড়ে যায় এবং কান্নাও থামে না—তার জন্য তার নিজের চেয়েও প্রিয় আর কে আছে? জাহান্নামের চেয়েও কঠিন শাস্তি আর কী হতে পারে? বিপদের ইঙ্গিত বহন করার জন্য গুনাহের চেয়েও বড় আলামত আর কী আছে? রাসুল ﷺ-এর চেয়েও সত্যবাদী সংবাদদাতা আর কে হতে পারে?

মুসা ﷺ বলেছিলেন, (وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى) 'হে আমার পালনকর্তা, আমি তাড়াতাড়ি তোমার কাছে এলাম; যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও।'[১০৯] সুতরাং তুমিও তেমনটিই করো। দ্রুত তাওবা করে আল্লাহর কাছে ফিরে এসো।

তাওবার শর্ত

১. গুনাহ থেকে পরিপূর্ণ ফিরে আসা।

২. অতীত গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হওয়া।

৩. ভবিষ্যতে গুনাহ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা।

যদি তাওবার মধ্যে এই তিনটি শর্তের কোনো একটি না থাকে, তাহলে তাওবা সহিহ হবে না। যদি তাওবাকারীর গুনাহ বান্দার হকের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, তাহলে এই তিনটি শর্তের সাথে চতুর্থ আরেকটি শর্ত জুড়ে দিতে হবে। অর্থাৎ যেই বান্দার হক নষ্ট করা হয়েছে, তার হক পূরণ করে দিতে হবে। যদি সম্পদ কিংবা এ ধরনের কোনো হক হয়, তাহলে সেগুলো ফেরত দেবে। যদি শাস্তিসংক্রান্ত কোনো হক হয়ে থাকে, তাহলে তার কাছ থেকে সমান শাস্তি পেতে চাইবে অথবা ক্ষমা চাইবে। যদি গিবত হয়ে থাকে, তাহলে তার কাছ থেকে বৈধ করে নেবে।

জনৈক ব্যক্তি বলেন :

يا رب أذنبت ذنوبًا لست أنكرها ** وقد رجوتك يا ذا المنِّ تغفرها
أرجوك تغفرها في الحشر يا سندي ** إذ كنت يا أملي في الأرض تسترها

'হে রব, আমি অনেক গুনাহ করেছি। কোনোটিই অস্বীকার করছি না। কিন্তু আপনি ক্ষমা করবেন বলে হৃদয়ে আশা রেখেছি। তাই আশা করি গুনাহগুলো হাশরের ময়দানে ক্ষমা করে দেবেন এবং দুনিয়াতে গোপন রাখবেন।'

---

১০৯. সুরা তহা, ২০ : ৮৪।

হে বোন, আল্লাহ তাআলা যেভাবে মানুষকে আহ্বান করেছেন, আমিও সেভাবেই তোমাকে আহ্বান করে বলছি :

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ

'যারা মুমিন, তাদের জন্য কি আল্লাহর স্মরণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি?'[১১০]

হে বোন, একইভাবে তুমিও চিৎকার করে সবার সামনে ঘোষণা করো। যাতে দিগ্‌দিগন্তে তোমার আওয়াজ পৌঁছে যায় এবং পাপীদের হৃদয়ের দুয়ারে করাঘাত করে। আর বলো, 'হে রব, হ্যাঁ, আমার সময় হয়েছে ফিরে আসার। আমার সময় হয়েছে আপনার কাছে নত হওয়ার।' পূর্বেকার সতী-সাধ্বী নারীদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলো :

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

'আমরা শুনেছি এবং আনুগত্য করেছি। আমরা আপনার ক্ষমা চাই হে আমাদের পালনকর্তা। বস্তুত আপনারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।'"[১১১]

সম্মানিতা বোন, ইসলামের প্রতি সম্মান ও ভালোবাসার জায়গা থেকে, আল্লাহর শরিয়াহর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থেকে এবং তাঁর প্রিয় হাবিবের সুন্নাহর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন কল্পে তাঁর নির্দেশগুলোকে কাজে পরিণত করো—যেমনটি করেছেন তোমার পূর্বসূরি মহীয়সী মুহাজির নারীরা।

ইমাম বুখারি ﵀ আয়িশা সিদ্দিকা ﵂-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :

يَرْحَمُ اللهُ نِسَاءَ المُهَاجِرَاتِ الأُوَلَ، لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: ٣١] شَقَّقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا

১১০. সুরা আল-হাদিদ, ৫৭ : ১৬।
১১১. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২৮৫।

‘আল্লাহ তাআলা প্রাথমিক যুগের মুহাজির মহিলাদের ওপর রহম করুন, যখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত— (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) “তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন ওড়না দ্বারা আবৃত করে।”[১১২]—অবতীর্ণ করলেন, তখন তারা নিজ চাদর ছিঁড়ে তা দিয়ে মুখমণ্ডল ঢাকলেন।’’[১১৩]

আল্লাহর নির্দেশ আসার সাথে সাথে তাঁরা সাড়া দিয়ে দিয়েছেন। এক মুহূর্তও বিলম্ব করেননি। তাই তোমারও বিলম্ব করা উচিত নয়। কেননা, মৃত্যু দ্রুত ধেয়ে আসছে তোমার দিকে।

প্রিয় বোন, তুমি কি সেসব সম্মানিতা মা-বোনদের অংশ নও? অবশ্যই তুমি তাঁদেরই উত্তরসূরি। সুতরাং তাঁদের মতো করে তুমিও আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে দাও। আল্লাহ তাআলা রাসুল ﷺ-কে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন :

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا

‘হে নবি, আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়। এতে তাদের চেনা সহজ হবে। ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।’[১১৪]

হে বোন, আশা করি এবার বুঝতে পেরেছ, এর সম্মান-মর্যাদা ও গুরুত্ব কতটুকু? নিজেকে সেসব পুণ্যবতীর কাফেলায় যুক্ত করার সৌভাগ্য কতখানি মর্যাদার, নিশ্চয় তা এখন আর অজানা নয়। যাঁদের প্রথম সারিতে রয়েছেন প্রিয় নবিজি ﷺ-এর পবিত্র স্ত্রীগণ।

১১২. সুরা আন-নুর, ২৪ : ৩১।
১১৩. সহিহুল বুখারি : ৪৭৫৮।
১১৪. সুরা আল-আহজাব, ৩৩ : ৫৯।

আয়াতটিতে লক্ষ করলে বুঝতে পারবে, আল্লাহ তাআলা কেবল তাঁর প্রতি ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী মুমিন নারীদেরকেই পর্দার ব্যাপারে সম্বোধন করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন : (وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ), আরেকটি আয়াতে বলেছেন : (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ)।

কারণ, আল্লাহর ডাকে শুধু তারাই সাড়া দেবে, যারা সত্যবাদী মুমিনা। হিজাব আল্লাহ তাআলার পরীক্ষাসমূহের মধ্য হতে একটি পরীক্ষা। এর মাধ্যমে সত্যবাদী মুমিনাদের এবং কেবল মুখে আল্লাহর ভালোবাসার দাবিদার মুমিনাদের পার্থক্য করা যায়। সুতরাং পর্দা আল্লাহর ইবাদতের একটি প্রধানতম সাক্ষী। কারণ, আল্লাহ তাআলাই তো পর্দা পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন।

বনু তামিম গোত্রের কিছু মহিলা উম্মুল মুমিনিন আয়িশা ﵂-এর কাছে গমন করেছেন। যাদের পরনে পাতলা কাপড় ছিল। তাদের দেখে আয়িশা ﵂ বললেন, 'যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো, তবে এসব তো মুমিনদের পোশাক না। আর যদি মুমিন না হও, তাহলে এগুলো পরে আনন্দ-উল্লাস করো, কোনো সমস্যা নেই।'

জনৈক ব্যক্তি সত্যই বলেছেন :

في قلب أخت ليس يجتمعان ** حب السفور وحب إيمان

'খোলামেলা বাইরে বের হতে পছন্দ করা এবং ইমানকে পছন্দ করা কোনো বোনের হৃদয়ে একত্রিত হতে পারে না।'

প্রিয় বোন, যদি আল্লাহর সাথে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে নিতে চাও এবং পরিপূর্ণ পর্দা মেনে চলতে চাও, তাহলে তোমাকে জানতে হবে, পর্দার শর্তগুলো কী।

পর্দার শর্ত

১. এমন পর্দা পরিধান করতে হবে, যা দ্বারা সমস্ত শরীর ঢাকা যায়। কেননা, রাসুল ﷺ বলেছেন, (الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ) 'মহিলারা হচ্ছে আওরত (আবরণীয় জিনিস)।'[১১৫]

২. পর্দার পোশাকটি যেন সৌন্দর্য বৃদ্ধির কারণ না হয়, কিংবা দৃষ্টি আকর্ষণকারী বাহারি রঙের না হয়। আল্লাহ বলেন : (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) 'তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে।'[১১৬]

এ ছাড়াও নারীদের জন্য পুরুষদের দৃষ্টিকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করা এবং রং-বেরঙের পোশাক পরে তাদের ধোঁকায় ফেলা বৈধ নয়।

৩. কাপড়টি ঘন ও ভারী হতে হবে। পাতলা হওয়া যাবে না। কেননা, রাসুল ﷺ বলেছেন :

سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، عَلَى رُءُوسِهِنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ، الْعَنُوهُنَّ؛ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ

'অচিরেই আমার শেষ জমানার উম্মতের মধ্যে এমন মহিলার আবির্ভাব হবে, যারা কাপড় পরিহিত উলঙ্গ, যাদের মাথা (চুলের অবস্থা) উটের কুঁজের মতো হবে। তোমরা তাদের অভিশাপ করো। কারণ, তারা অভিশপ্তা।"[১১৭]

ইবনে আব্দুল বার ﷺ বলেন, 'রাসুল ﷺ এখানে সেসব নারীর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যারা পাতলা ও খাটো পোশাক পরিধান করে; ফলে তাদের দেহের বিভিন্ন অংশ দেখা যায় বা পাতলা কাপড়ের কারণে স্পষ্ট বোঝা যায়। তাই এরা নামেমাত্র কাপড় পরিধান করে থাকলেও বাস্তবে বিবস্ত্র।'

---

১১৫. সুনানুত তিরমিজি : ১১৭৩, সহিহু ইবনি হিব্বান : ৫৫৯৮।
১১৬. সুরা আন-নুর, ২৪ : ৩১।
১১৭. আল-মুজামুল আওসাত : ৯৩৩১।

৪. পোশাকটি প্রশস্ত ও ঢিলেঢালা হতে হবে। সংকীর্ণ হওয়া যাবে না; নচেৎ শরীরের অঙ্গ অনুমান করা যাবে, বা অন্যদের ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

৫. সুগন্ধিযুক্ত হওয়া যাবে না। কেননা, রাসুল ﷺ বলেছেন :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

'যে মহিলা সুগন্ধি লাগিয়ে এ উদ্দেশ্যে লোকের মধ্যে গমন করে যে, তারা তার সুগন্ধির ঘ্রাণ পাবে, সে ব্যভিচারিণী।'[১১৮]

৬. পোশাকটি যেন পুরুষের পোশাকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ না হয়। আবু হুরাইরা ﷺ বলেন :

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ

'যে পুরুষ নারীদের সাথে সাদৃশ্য রেখে পোশাক পরে এবং যে নারী পুরুষদের সাথে সাদৃশ্য রেখে পোশাক পরে উভয়কেই নবিজি ﷺ লানত করেছেন।'[১১৯]

৭. পর্দার পোশাকটি যেন কাফিরদের পোশাকের সাথেও মিলে না যায়। কেননা, নবিজি ﷺ বলেছেন :

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

'যে কোনো জাতির সাথে সাদৃশ্য রাখে, সে তাদের দলভুক্ত হবে।'[১২০]

যেমন : পোশাকটি খাটো, পাতলা ও সংকীর্ণ হওয়া। কিংবা অধিক লম্বা পোশাক পরিধান করা, যা ঝুলে থাকে।

.....

১১৮. সুনানুন নাসায়ি : ৫১২৬।
১১৯. সুনানু আবি দাউদ : ৪০৯৮, সহিহু ইবনি হিব্বান : ৫৭৫২।
১২০. সুনানু আবি দাউদ : ৪০৩১।

৮. সেলিব্রেটির বা ভাইরাল ও প্রসিদ্ধ পোশাক না হওয়া। অর্থাৎ এমন পোশাক পরিধান না করা, যেগুলো দিয়ে মানুষের মাঝে পরিচিত হওয়াই উদ্দেশ্য। হোক তা খুবই দামি, যা অহংকার করে পরা হয় কিংবা খুবই নিম্নমানের, যা বৈরাগ্য প্রদর্শন কিংবা লোক-দেখানোর জন্য পরা হয়। কেননা, রাসুল ﷺ বলেছেন :

مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا، أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ أَلْهَبَ فِيهِ نَارًا

'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে যশ লাভের উদ্দেশ্যে পোশাক পরে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে লাঞ্ছনার পোশাক পরাবেন, অতঃপর তাতে অগ্নিসংযোগ করবেন।'[১২১]

১২১. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৬০৭।

পরিশেষে...

আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ, তিনি যেন এই রিসালাটিকে কবুল করেন, আমাদের এই খিদমতকে উত্তমভাবে গ্রহণ করে নেন, এর মাধ্যমে এর লেখক-পাঠক ও প্রকাশে সহায়তাকারী প্রত্যেককে উপকৃত করুন। কেননা, তিনি তা করতে সক্ষম।

এই কিতাবের যতখানি সত্য, সঠিক ও বিশুদ্ধ, তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আর ভুল-ত্রুটি সবই আমার পক্ষ থেকে এবং শয়তানের ধোঁকার কারণে। এতে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কোনো দায় নেই। মানুষের যেকোনো কাজে ভুল-ত্রুটি হতেই পারে। যদি সঠিক হয়, তাহলে আমার জন্য গ্রহণযোগ্যতা ও তাওফিক প্রাপ্তির দুআর দরখাস্ত রইল। আর ভুল হলে আল্লাহর কাছে আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুরোধ রইল।

হে আল্লাহ, আমার পুরো কাজটিকে একমাত্র আপনার সন্তুষ্টির জন্য উত্তমভাবে কবুল করে নিন। এতে যেন অন্য কারও সন্তুষ্টির লক্ষ্য না থাকে। সকল প্রশংসা সেই মহান সত্তার, যাঁর অনুগ্রহে সকল পুণ্য কাজ শেষ হয়।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...

অনুবাদকের কথা

হাদিস শরিফ থেকে আমরা জেনেছি, জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী হবে নারী। বর্তমান বাস্তবতার দিকে লক্ষ করলেও আমরা দেখি, নারীরাই গুনাহ আর সীমালঙ্ঘনে বেশি নিমজ্জিত। নারীদের মাধ্যম বানিয়েই শয়তান ও তার দোসররা অপরাপর মানুষকে বিপথগামী করার ঘৃণ্য সব স্পট সাজিয়ে তুলছে। অজ্ঞতা ও উদাসীনতার দরুন নারীরা নিজেরা যেমন পাপাচার ও ভ্রষ্টতার পথে কদম বাড়াচ্ছে, তেমনই অন্যদের সে পথে ধাবিত করে চলেছে। বস্তুত এসব নারী যদি আখিরাতের কথা ভাবত, আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার চিন্তা করত, তাহলে এতটা গাফিল হয়ে গুনাহে লিপ্ত থাকত না।

প্রিয় পাঠক, পথভোলা এমন নারীদের উদ্দেশেই মিশরের খ্যাতনামা আলিম শাইখ নিদা আবু আহমাদের দরদমাখা কিছু আহ্বান... হে বোন, যদি জান্নাতে যেতে চাও। শাইখ তাঁর (أختاه هل تريدين الجنة؟) গ্রন্থে বোনদের সম্বোধন করে করে মৃত্যু, কবরে প্রবেশ করানোর দৃশ্য, কিয়ামতের বিভীষিকা, আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়া, আমলনামা উড়তে থাকা, মিজানের দৃশ্য, জাহান্নামকে উপস্থিত করা ও তাতে অবগাহন, পুলসিরাতের নিদারুণ দৃশ্য প্রভৃতি আলোচনা তুলে ধরেছেন। তাদের ভাবিয়ে তুলেছেন এমন কঠিন পরিস্থিতিতে নিজেকে কল্পনার কথা বলে। কী অবস্থা হবে এমন কঠিন পরিস্থিতিগুলোতে! নিজের রূপ-লাবণ্য, সাজসজ্জা, ভালোবাসার মানুষগুলো এসব কিছুই কি তখন কাজে আসবে!?

আশা করি, গাফিলতির ঘুম থেকে জেগে উঠতে বোনদের জন্য বক্ষ্যমাণ বইটি সাড়াজাগানো একটি উপহার হবে ইনশাআল্লাহ।

- আব্দুল্লাহ ইউসুফ

হে বোন, মনে রেখো, তোমাকে একাই মরতে হবে। মৃত্যুর পর একাই হাশরের ময়দানে পুনরুত্থিত হতে হবে। তোমার হিসাব তোমাকে একাই সামলাতে হবে। কান খুলে শোনো, যদি দুনিয়ার সকল মানুষ আল্লাহর আনুগত্য করে আর তুমি আল্লাহর অবাধ্যতা করো, তবে তাদের আনুগত্য তোমার কোনো কাজে আসবে না। আর যদি পুরো দুনিয়ার মানুষ আল্লাহর অবাধ্যতা করে আর তুমি একা আল্লাহর আনুগত্য করো, তবে তাদের অবাধ্যতায় তোমার কোনো ক্ষতি হবে না।

প্রিয় বোন, তোমার গুনাহকে নিয়ন্ত্রণ করো। এটা তো তোমার রক্ত-মাংস শেষ করে দেবে। যদি গুনাহ থেকে নিরাপদ থাকতে পারো, তাহলে তোমার রক্ত-মাংস নিরাপদ থাকবে। আর যদি তা না পারো, তাহলে এই দেহে আগুন জ্বলবে। যা নিভানোর ক্ষমতা কোনো মাখলুকের নেই। যা থেকে পরিত্রাণের জন্য কোনোদিন মৃত্যু হবে না।...